পয়গাম লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মারহাবান ওয়া আহলান! অতিরিক্ত আর কিছুই বলিলেন না। হযরত আলী (রাঃ) বাহির হইয়া সেই আনসারীদের নিকট গেলেন, যাহারা তাহার অপেক্ষায় ছিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর? তিনি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না, তবে তিনি আমাকে শুধু "মারহাবান ওয়া আহলান" বলিয়াছেন। তাহারা বলিলেন, আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দুইটির একটিই যথেষ্ট ছিল, তথাপি তিনি আপনাকে আহাল ও মারহাবা উভয়টাই দান করিয়াছেন। তারপর বিবাহ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী, নব পরিণীতার জন্য ওলীমা করা জরুরী। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট একটি ভেড়া আছে। আর কয়েকজন আনসারী (রাঃ) মিলিয়া কয়েক সের জোয়ার একত্র করিলেন। অতঃপর প্রথম মিলনের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত আলী (রাঃ)কে) বলিলেন, আমি আসিবার পূর্বে তুমি কিছু করিও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানি আনাইয়া উহা দ্বারা অযূ করিলেন এবং তারপর অবশিষ্ট পানি হযরত আলী (রাঃ)এর শরীরে ছিটাইয়া দিয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, ইহাদের উভয়ের মধ্যে বরকত দান করুন, আর ইহাদের এই মিলনের মধ্যে বরকত দান করুন। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কয়েকজন আনসারী (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি যদি ফাতেমাকে বিবাহের পয়গাম দিতেন। এই রেওয়ায়াতের শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এইরূপ দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ شِبْلَيْهِمَا

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্, ইহাদের উভয়ের মধ্যে বরকত দান করুন, আর ইহাদের সিংহসম উভয় সন্তানের মধ্যে বরকত দান করুন। (তাবরানী ও বায্যার)

রাইয়ানী ও ইবনে আসাকির হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে দোয়াটি এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بَنَائِهِمَا وَ وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ نَسْلِهِمَا

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্ ইহাদের মধ্যে বরকত দান করুন, ইহাদের উপর বরকত দান করুন, ইহাদের উভয়ের মিলনে বরকত দান করুন ও ইহাদের বংশধরের মধ্যে বরকত দান করুন।

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ দোয়া বর্ণিত হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ شَمْلِهِمَا

অর্থাৎ ইহাদের সহবাসের মধ্যে বরকত দান করুন।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে যখন হযরত আলী (রাঃ)এর ঘরে রুখসাত করা হইল তখন তাহার ঘরে বিছানো একটি চাটাই, খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশ, একটি মটকা ও একটি কলসী ব্যতীত আর কিছুই আমরা পাই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি আসা পর্যন্ত তুমি কোন কিছু করিও না, অথবা বলিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যাইও না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ভাই এখানে আছে কি? হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) যিনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর মা—একজন হাবশা নিবাসী নেককার মহিলা ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে আপনার ভাই অথচ তাহার স্ত্রী আপনার বেটি? (হিজরতের পর) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। আর নিজের সহিত হযরত আলী (রাঃ)এর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর জবাবে তিনি বলিলেন, হে উম্মে আইমান, ইহা জায়েয আছে। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

একটি পাত্রে পানি আনাইলেন। তারপর যাহা আল্লাহ্ চাহিলেন (দোয়া ইত্যাদি) পড়িলেন। এবং হযরত আলী (রাঃ)এর সিনা ও চেহারা মুছিয়া দিলেন। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ)কে ডাকিলেন। তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, লজ্জায় তাহার পায়ের সহিত চাদর জড়াইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পানি হইতে কিছুটা তাহার উপর ছিটাইয়া দিলেন এবং আল্লাহ্ যাহা চাহিলেন দোয়া করিলেন। তারপর তাহাকে বলিলেন, জানিয়া রাখ, আমার পরিবারস্থদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির নিকট তোমাকে বিবাহ দিতে আমি কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। অতঃপর তিনি পর্দা অথবা দরজার পিছনে কাহারো ছায়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? জবাব আসিল, আসমা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আসমা বিনতে উমাইস কি? জবাব দিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ্র সম্মানে আসিয়াছ কি? তিনি জবাব দিলেন হাঁ, নব পরিণীতা যুবতী মেয়েদের বাসর রাত্রিতে তাহাদের কাছাকাছি কোন অভিজ্ঞা মহিলা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে কোন প্রয়োজন হইলে তাহাকে বলিতে পারে। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, তিনি আমার জন্য এমন দোয়া করিলেন, যাহা আমার নিকট আমার সকল আমল অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। তারপর হযরত আলী (রাঃ)কে "তোমার পরিবারকে লও" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং আপন বিবিদের হুজরার দিকে যাইতে যাইতে তিনি উভয়ের জন্য দোয়া করিতেছিলেন।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসর রাত্রিতে আমি নিকটে ছিলাম। সকাল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া দরজায় আঘাত করিলে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উম্মে আইমান, আমার ভাইকে ডাক। উম্মে আইমান (রাঃ) (বিস্মিত হইয়া) বলিলেন, আপনার ভাই, অথচ আপনার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। (উপস্থিত অন্যান্য) মেয়েরা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। তিনি এক কোণায় বসিলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হইলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন এবং সমান্য পানি

তাহার শরীরে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ফাতেমাকে ডাক। তিনি লজ্জায় ঘর্মাক্ত ও জড়সড় হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, শান্ত হও, আমার পরিবারস্থদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির নিকট আমি তোমাকে বিবাহ দিয়াছি। (তাবরানী)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ দিলেন, তখন পানি আনাইয়া উহাতে কুলি করিলেন এবং হাত মুবারক দ্বারা সেই পানি তাহার অর্থাৎ হযরত (আলী (রাঃ)এর বুকে ও কাঁধে ছিটাইয়া দিলেন, এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বেরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বেরাব্বিন নাস পড়িয়া তাহাকে দম করিলেন। (ইবনে আসাকির)

আলবা ইবনে আহমার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (রাঃ) তাহার একটি বর্ম ও অন্যান্য কিছু জিনিষ বিক্রয় করিয়া চারশত আশি দেরহাম পাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহার এক–তৃতীয়াংশ দ্বারা খুশবু ও বাকী দুই অংশ দ্বারা কাপড় খরিদ করিতে বলিলেন, এবং তিনি এক কলসী পানিতে কুলি করিয়া উহা দ্বারা উভয়কে গোসল করিতে বলিলেন। আর হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, তাঁহাকে জানানোর পূর্বে যেন তিনি সন্তানকে দুধ পান না করান। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত হুসাইন (রাঃ)কে পুর্বেই দুধ পান করাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশ্য হযরত হাসান (রাঃ)এর জন্মের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এমন কিছু করিয়াছিলেন যাহা তিনি ব্যতীত কেহ জানেনা। এই কারণেই উভয়ের মধ্যে হযরত হাসান (রাঃ) অধিক এল্মের অধিকারী হইয়াছিলেন। (আবু ইয়ালা)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইহা অপেক্ষা উত্তম বিবাহ আর দেখি নাই। আমরা খেজুর ছালের বিছানা বিছাইয়া খেজুর ও কিসমিস আনিয়া খাইলাম। আর বিবাহের রাত্রিতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর

www.BANGLAKITAB.com

বিছানা ছিল একটি ভেড়ার চামড়া। (বায্যার)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে যৌতুক হিসাবে একটি চাদর, একটি মশক ও ইযখির নামক একপ্রকার ঘাস ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দিলেন। (বাইহাক্বী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে হযরত আলী (রাঃ)এর ঘরে দিলেন, তখন যৌতুক হিসাবে তাহার সহিত একটি খামীল, (অর্থাৎ চাদর) খেজুর ছাল ও ইয্খির (একপ্রকার ঘাস) ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ ও একটি মশক দিলেন। আতা (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, খামীল কি জিনিষ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, চাদর। তাহারা উক্ত চাদর অর্ধেক বিছাইতেন ও অর্ধেক গায়ে দিতেন। (তাবরানী)

হযরত রাবীয়াহ আসলামী (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত রাবীয়াহ আসলামী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, হে রাবীয়াহ, তুমি বিবাহ করিবে না? আমি বলিলাম, না খোদার ক্বসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি বিবাহ করিতে চাহিনা, আর আমার নিকট স্ত্রীর ভরণ–পোষণের মত কিছু নাই। এবং আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কিছুতে মশগুল হওয়া আমি পছন্দ করি না। তিনি আমার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না। (কিছুদিন পর) আবার তিনি আমাকে বলিলেন, 'হে রাবীয়াহ, বিবাহ করিবে না?' আমি বলিলাম, আমি বিবাহ করিতে চাহি না, আর আমার নিকট স্ত্রীর ভরণ–পোষণের মত কিছু নাই। আর আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কিছুতে মশগুল হওয়া আমি পছন্দ করি না। তিনি নিরব রহিলেন। তারপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, খোদার ক্বসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুনিয়া–আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কে আমার অপেক্ষা অধিক অবগত। খোদার ক্বসম, যদি তিনি পুনরায় আমাকে বলেন, বিবাহ করিবে না? তবে আমি বলিব, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার যাহা ইচ্ছা, আদেশ করুন। সুতরাং তিনি আবার আমাকে বলিলেন, 'হে রাবীয়াহ, বিবাহ করিবে না? আমি বলিলাম,

হাঁ, যাহা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন।' তিনি আনসারদের এক মহল্লার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, অমুকের বাড়ী যাও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের যাতায়াত কম ছিল। বলিলেন, তাহাদিগকে যাইয়া বল যে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, এবং অমুক মেয়েকে (অর্থাৎ তাহাদেরই কোন মেয়ে) আমার নিকট বিবাহ দিবার আদেশ করিয়াছেন।' আমি সেখানে গেলাম এবং তাহাদিগকে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন এবং অমুক মেয়েকে আমার নিকট বিবাহ দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।' তাহারা (শুনিয়া) বলিল, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"ও তাঁহার সংবাদবাহক উভয়কে মারহাবা। খোদার ক্বসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন মিটাইয়াই ফিরিবে।" অতএব তাহারা আমাকে বিবাহ করাইয়া দিল এবং যথেষ্ট খাতির যত্ন করিল। আর তাহারা এই সংবাদের পক্ষে আমার নিকট কোন প্রমাণও চাহিল না। অতঃপর আমি মলিন মুখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। এবং বলিলাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আমি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট গিয়াছি, তাহারা আমাকে বিবাহ করাইয়া দিয়াছে ও খাতির যত্ন করিয়াছে এবং তাহারা এই সংবাদের পক্ষে আমার নিকট কোন প্রমাণও চাহে নাই। কিন্তু আমার নিকট মোহর দিবার মত কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'হে বুরাইদাহ্ আসলামী, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহার জন্য একদানা স্বর্ণ জোগাড় কর।' তাহারা একদানা পরিমাণ স্বর্ণ জোগাড় করিল। আমি তাহা লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "ইহা লইয়া তাহাদের নিকট যাও এবং বল যে, ইহা তাহার মোহর।" আমি তাহা লইয়া তাহাদের নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, ইহা তাহার মোহর। তাহারা তাহা গ্রহণ করিল এবং সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, অনেক, অতি উত্তম। তারপর আবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিষন্ন মুখে হাজির হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে রাবীয়াহ, কি ব্যাপার, বিষন্ন কেন?' আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তাহাদের ন্যায় ভদ্র পরিবার আর দেখি নাই। আমি

WWW.BANGLAKITAB.COM

যাহা লইয়া গিয়াছি তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া ও উত্তম মনে করিয়া বলিয়াছে, "অনেক, অতি উত্তম।" কিন্তু আমার নিকট ওলীমা করিবার মত কিছু নাই। তিনি বলিলেন, 'হে বুরাইদাহ্, তাহার জন্য একটি বকরি জোগাড় কর।" সুতরাং তাহারা আমার জন্য একটি মোটা তাজা ভেড়া জোগাড় করিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আয়েশার নিকট যাইয়া বল, যেন খাদ্যের থলিটা দিয়া দেয়।' হযরত রবীয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আমি তাহার নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, এই সেই থলি যাহাতে সাত সা' (সাড়ে তেইশ সের পরিমাণ) যব আছে। খোদার ক্বসম, খোদার ক্বসম, আজ আমাদের নিকট ইহা ব্যতীত আর কোন খাদ্য নাই। তুমি লইয়া যাও। আমি উহা লইয়া আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত আয়েশা (রাঃ)এর কথাগুলি ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, 'ইহা তাহাদের নিকট লইয়া যাও এবং তাহাদিগকে বল, ইহা দ্বারা রুটি বানাইয়া লয় ও এই ভেড়ার গোশত রান্না করিয়া লয়।' অতঃপর আমি উহা তাহাদের নিকট লইয়া গেলে তাহারা বলিল, রুটি আমরা বানাইয়া দিব তবে ভেড়া তোমরা সামলাও। হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) বলেন, আমিও আসলাম গোত্রীয় কয়েকজন মিলিয়া ভেড়াটি জবাই করিলাম এবং উহার চামড়া ছিলিয়া রান্না করিলাম। রুটি ও গোশতের ব্যবস্থা হইয়া গেলে আমরা ওলীমা করিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলাম।

তারপর হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি জমিন দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কেও একটি জমিন দিলেন। দুনিয়া আসিল, আর আমরা একটি খেজুর গাছ লইয়া বিবাদে লিপ্ত হইলাম। আমি বলিলাম, উহা আমার সীমানায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, উহা আমার সীমানায়। আমার ও তাঁহার মধ্যে উহা লইয়া কথা বাড়াবাড়ি হইল। তিনি আমাকে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে আমার মনে ব্যথা লাগিল। তিনি লজ্জিত হইয়া আমাকে বলিলেন, হে রাবীয়াহ, তুমিও আমাকে এরূপ কথা বলিয়া দাও, যাহাতে বদলা হইয়া যায়। আমি বলিলাম না, আমি এরূপ করিব না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে

অবশ্যই বলিত হইবে, অন্যথায় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। আমি বলিলাম, না, আমি তাহা করিবার ব্যক্তি নহি। হযরত রবীয়াহ (রাঃ) বলেন, তিনি জমিন ছাড়িয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রওয়ানা দিলেন। আর আমিও তাঁহার পিছন পিছন রওয়ানা হইলাম। ইতিমধ্যে আসলাম গোত্রীয় কতিপয় লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহম করুন।' তিনি কি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করিবেন? তিনি তো নিজেই যাহা বলিবার বলিলেন। আমি বলিলাম, 'তোমরা জান ইনি কে? ইনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। গুহার মধ্যেকার দুইজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি, মুসলমানদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। খবরদার! তিনি যেন পশ্চাত ফিরিয়া দেখিতে না পান যে, তোমরা আমাকে তাহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছ। তবে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। আর তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার অসন্তুষ্টির দরুন তিনিও অসন্তুষ্ট হইবেন। এবং উহাদের উভয়ের অসন্তুষ্টির দরুন আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইবেন। আর রাবীয়াহ ধ্বংস হইবে।' তাহারা বলিল, তবে আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলেন? বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও। হযরত আবু বকর (রাঃ)—তাঁহার উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হউক—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলিলেন, আর আমি একাই তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া যাহা ঘটিয়াছিল ঠিক তাহাই বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া আমার প্রতি মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাবীয়াহ্, তোমার ও সিদ্দীকের মধ্যে কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এই, এই হইয়াছে এবং তিনি আমাকে এমন এক কথা বলিয়াছেন যাহাতে আমার মনে ব্যথা লাগিয়াছে। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আমি তোমাকে যেমন বলিয়াছি বদলাস্বরূপ তুমিও আমাকে তেমনই বলিয়া দাও। আমি অস্বীকার করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি ঠিক করিয়াছ। তাহার প্রতি উত্তর করিও না বরং এরূপ বল যে, হে আবু বকর, আল্লাহ্

WWW.BANGLAKITAB.COM

আপনাকে মাফ করুন।' বর্ণনাকারী হাসান (রহঃ) বলেন, অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। (আহমাদ, তাবরানী)

হযরত জুলাইবীব (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, জুলাইবীবের স্বভাব এই ছিল যে, মেয়েদের নিকট যাইত এবং তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহাদের সহিত তামাশা করিত। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, জুলাইবীবকে তোমাদের নিকট কখনও আসিতে দিবে না। যদি সে তোমাদের নিকট আসে তবে আমি এই করিব, এই করিব। হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, আনসারদের নিয়ম এই ছিল যে, তাহাদের কাহারো ঘরে কোন মেয়ে বিধবা হইলে সর্বপ্রথম তাহারা দেখিতেন, তাহার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আগ্রহ আছে কি না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক আনসারীকে বলিলেন, তোমার মেয়েকে আমার নিকট বিবাহ দাও। আনসারী বলিলেন, অবশ্যই, সাদরে ও সানন্দে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমি আমার জন্য চাহিতেছি না। আনসারী বলিলেন, তবে কাহার জন্য? তিনি বলিলেন, 'জুলাইবীবের জন্য।' আনসারী বলিলেন, আমি মেয়ের মায়ের সহিত পরামর্শ করিব।' অতঃপর তাহার মাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিতেছেন। মা বলিল, অবশ্যই, সানন্দে। আনসারী বলিলেন, তিনি নিজের জন্য চাহিতেছেন না বরং জুলাইবীবের জন্য চাহিতেছেন।' মা বলিল, জুলাইবীবের জন্য! ইস্! জুলাইবীবের জন্য! ইস্! না, খোদার কসম, আমরা তাহার নিকট বিবাহ দিব না।' মেয়ের মায়ের মতামত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইবার জন্য আনসারী উঠিবার ইচ্ছা করিলে মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের নিকট কে প্রস্তাব দিয়াছেন? তাহার মা জানাইলে মেয়ে বলিল, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিবেন? আমাকে তাহার হাতে সমর্পন করিয়া দিন। নিশ্চয় তিনি কখনও আমাকে বরবাদ করিবেন না।' তাহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া সংবাদ বলিলেন

এবং বলিলেন যে, তাহার সম্পর্কে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। তিনি জুলাইবীবের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে বিজয় দান করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কাহাকেও হারাইয়াছ কি? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি জুলাইবীবকে পাইতেছি না। তাহাকে তালাশ কর।' তাহারা তালাশ করিয়া দুশমনের সাতটি লাশের নিকট তাহাকে পাইলেন, যাহাদিগকে তিনি কতল করিয়াছেন এবং অতঃপর তাহারা তাহাকে কতল করিয়াছে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই যে, তাহাকে দুশমনের সাতটি লাশের নিকট পাওয়া গিয়াছে, যাহাদিগকে তিনি কতল করিয়াছেন এবং অতঃপর তাহারা তাহাকে কতল করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, 'সাতজনকে কতল করিয়াছে তারপর তাহারা তাহাকে কতল করিয়াছে! সে আমার ও আমি তাহার।' এই কথা দুইবার অথবা, তিনবার বলিলেন। অতঃপর তাহাকে নিজের বাহুর উপর লইলেন। তাহার জন্য কবর খনন করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহুদ্বয় ব্যতীত তাহার জন্য কোন খাটিয়া ছিল না। তারপর তাহাকে কবরে রাখিলেন। বর্ণনাকারী তাহার গোসল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই। বর্ণনাকারী সাবেত (রহঃ) বলেন, আনসারদের মধ্যে এই বিধবার ন্যায় আর কোন বিধবা অধিক খরচকারিণী ছিল না।

ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি তালহা (রহঃ) সাবেত (রহঃ)কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (বিধবার) জন্য কি দোয়া করিয়াছিলেন তাহা জান কি? তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا

অর্থাৎ—আয় আল্লাহ্ তাহার উপর খায়ের অর্থাৎ মাল দৌলত ঢালিয়া দিন, এবং তাহার জীবনকে তিক্ত ও দুর্বিষহ করিবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, আনসারদের মধ্যে আর কোন বিধবা তাহার অপেক্ষা এত অধিক খরচকারিণী ছিল না।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর বিবাহ

আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) কিন্দার এক মহিলাকে বিবাহ করিলেন এবং শ্বশুরালয়েই তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। বাসর রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গীগণও তাঁহার সহিত গেলেন। তিনি স্ত্রীর ঘরের নিকট পৌছিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, তোমাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা আজর দান করুন। জাহেল লোকদের ন্যায় তিনি সঙ্গীদিগকে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তারপর ঘরের দিকে চাহিলেন। ঘর (পর্দা ইত্যাদি দ্বারা) সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের ঘর কি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে, না কা'বা শরীফ কিন্দাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে? তাহারা বলিলেন, আমাদের ঘর জ্বরাক্রান্তও হয় নাই আর কা'বা শরীফও কিন্দাতে স্থানান্তরিত হয় নাই। অতঃপর দরজার পর্দা ব্যতীত সমস্ত পর্দা সরাইয়া ফেলা হইলে তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া বহু আসবাবপত্র দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি কাহার? তাহারা বলিলেন, এইগুলি আপনার ও আপনার স্ত্রীর আসবাবপত্র। তিনি বলিলেন, আমার প্রাণ প্রিয় (রাসূলুল্লাহ্) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে এরূপ ওসিয়াত করেন নাই, বরং তিনি তো আমাকে এই অসিয়াত করিয়া গিয়াছেন যে, দুনিয়াতে আমার সম্বল যেন একজন মুসাফিরের সম্বল ব্যতীত না হয়। তারপর তিনি অনেক খেদমতগার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল খেদমতগার কাহার জন্য? তাহারা বলিলেন, ইহারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খেদমতগার। তিনি বলিলেন, আমাকে তো আমার প্রাণপ্রিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অসিয়াত করেন নাই, বরং তিনি আমাকে এই অসিয়াত করিয়াছেন যে, আমি যাহাকে বিবাহ করিতে পারি বা বিবাহ দিতে পারি এমন ব্যতীত কাহাকেও (ঘরে) না রাখি। যদি আমি ইহার অধিক কাহাকেও রাখি, আর তাহারা যেনা করে তবে তাহাদের (গুনাহের) সমপরিমাণ বোঝা আমার উপরও হইবে এবং ইহাতে তাহাদের (গুনাহের) বোঝা হইতে কোনরূপ কম করা হইবে না। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত অন্যান্য মেয়েলোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরা কি এখান হইতে চলিয়া যাইবে? এবং আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য ঘর খালি করিবে? তাহারা বলিল, হাঁ,

এবং তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি দরজার নিকট যাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর আপন স্ত্রীর নিকট আসিয়া বসিলেন এবং তাহার কপালের চুলের উপর হাত বুলাইয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, আমি যদি তোমাকে কোন বিষয়ে আদেশ করি তুমি কি তাহা মান্য করিবে? স্ত্রী বলিলেন, আপনি মাননীয় ব্যক্তির আসনে বসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমার প্রাণপ্রিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই নসীহত করিয়াছেন যে, আমি যখন আমার পরিবারের সহিত মিলিত হই তখন যেন আমরা উভয়ে আল্লাহ্ পাকের এবাদতের উপর মিলিত হই। সুতরাং তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীও নিজ মুসল্লায় দাঁড়াইয়া গেলেন। উভয়েই যতটা পারিলেন নামায পড়িলেন। তারপর একজন পুরুষ স্ত্রীর সহিত যে বাসনা পূর্ণ করে তিনিও তাহার সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। সকাল বেলা তিনি নিজ সঙ্গীগণের নিকট গেলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার স্ত্রীকে কেমন পাইলেন? তিনি তাহাদের এই প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন। তারপর তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করিল, তিনি এবারও এড়াইয়া গেলেন। তাহারা আবার প্রশ্ন করিলে তিনি আবারও এড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা পর্দা, ঘর ও দরজা এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে উহার ভিতর সংঘটিত কার্যাদি গোপন থাকে। যাহা প্রকাশ্যে ঘটে তোমরা শুধু তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পার। আর যাহা গোপনে সংঘটিত হয় তাহা সম্পর্কে কেহ জিজ্ঞাসা করিও না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি (স্ত্রীর সহিত) গোপন বিষয় অন্যের নিকট বলে তাহার উদাহরণ সেই দুই গাধার ন্যায় যাহারা পথের মাঝে (লোক সম্মুখে) সঙ্গমে লিপ্ত হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) কোন এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আল্লাহ্ তায়ালার কতই না পছন্দনীয় বান্দা! হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে (আপনার কোন মেয়ের সহিত) বিবাহ করাইয়া দিন। তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র জন্য পছন্দনীয় বান্দা মনে করেন, আর নিজের জন্য কি পছন্দ করেন না? তারপর সকাল বেলা হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট হযরত ওমর (রাঃ)এর বংশের লোকেরা আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কোন প্রয়োজনে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই প্রয়োজন? তাহা পূর্ণ করা হইবে। তাহারা বলিল, আপনি আপনার প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন। (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট দেওয়া বিবাহের প্রস্তাব।) তিনি বলিলেন, খোদার কসম, আমি তাঁহার আমীরী বা তাহার বাদশাহীর দরুন এই প্রস্তাব দেই নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি একজন নেককার লোক, হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার ও আমার মধ্য হইতে কোন নেক সন্তান পয়দা করিতে পারেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ) কিন্দায় বিবাহ করিলেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর বিবাহ

সাবেত বুনানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুদারদা (রাঃ) হযরত সালমান (রাঃ)এর পক্ষ হইতে বনুলাইস গোত্রীয় কোন মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া হযরত সালমান (রাঃ) এর ফজীলত ও তাঁহার ইসলামে অগ্রগামী হওয়ার কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি তোমাদের অমুক মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। তাহারা শুনিয়া বলিল, আমরা সালমানের নিকট বিবাহ দিব না, তবে আপনার নিকট দিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং তাহারা তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিল। তিনি (বিবাহের পর) সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা আপনার নিকট বলিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা বলিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, বরং আমার জন্য ইহা লজ্জার বিষয় যে, যাহাকে আল্লাহ্ তায়ালা আপনার জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন আমি তাহার জন্য প্রস্তাব দিতেছি। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিজ মেয়ে দারদাকে বিবাহ দান

সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট তাহার মেয়ে দারদার জন্য প্রস্তাব পাঠাইলে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর ইয়াযীদের সঙ্গীদের মধ্য হইতে একজন অতিসাধারণ ব্যক্তি ইয়াযীদকে বলিল, "আল্লাহ্ তায়ালা আপনার ভাল করুন, আপনি কি আমাকে অনুমতি দান করিবেন যে, তাহাকে বিবাহ করি? ইয়াযীদ বলিল, দূর হও, তোমার নাশ হউক! সে ব্যক্তি বলিল, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন। ইয়াযীদ বলিল, আচ্ছা! সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, উক্ত ব্যক্তি প্রস্তাব দিলে হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাহার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে ইহা প্রচার হইতে লাগিল যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) ইয়াযীদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একজন সাধারণ ও গরীব মুসলমানের নিকট আপন মেয়েকে বিবাহ দিয়াছেন। হযরত আবুদারদা (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, আমি দারদার জন্য মঙ্গল কামনা করিয়াছি। কারণ ইয়াযীদের সহিত বিবাহ হইলে পর যখন খোজা প্রহরীগণ দারদার মাথার নিকট দণ্ডায়মান হইত, আর সুসজ্জিত ঘর দরজা যখন তাহার চক্ষু ধাঁধাইয়া দিত তখন দারদার কি অবস্থা হইত? তাহার দ্বীন তখন কোথায় থাকিত?

হযরত আলী (রাঃ)এর নিজ মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাঃ)কে বিবাহ দান

হযরত আবু জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট তাঁহার মেয়ের জন্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বলিলেন, সে তো ছোট। কেহ হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল যে, হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি পুনরায় তাহার সহিত কথা বলিলে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। যদি সে রাজী হয় তবে আপনার স্ত্রী হইবে। তিনি মেয়েকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহাকে যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার পায়ের কাপড় উত্তোলন করিলেন। মেয়ে বলিল, ছাড়ুন। যদি আপনি আমীরুল

www.BANGLAKITAB.com

মুমিনীন না হইতেন তবে আপনার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিতাম। (কান্য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) উম্মে কুলসূম (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট প্রস্তাব দিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমার মেয়েদিগকে হযরত জা'ফরের ছেলেদের জন্য রাখিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট তাহাকে বিবাহ দাও। খোদার কসম, তাহার যথাযথ সম্মান রক্ষা যমীনের বুকে আমার ন্যায় আর কেহ করিতে পারিবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আমি বিবাহ দিয়া দিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজিরীনদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে মুবারকবাদ দাও। তাহারা মুবারক বাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহাকে বিবাহ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আলীর মেয়েকে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার বংশ ও সম্পর্ক ব্যতীত সকল বংশ ও সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার সহিত আমি এক সম্বন্ধ পূর্বে স্থাপন করিয়াছি এবং চাহিলাম যে, এই সম্বন্ধও হউক। (ইবনে সা'দ)

আতা খোরাসনী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার মোহর চল্লিশ হাজার দিয়াছেন।

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিজ মেয়েকে বিবাহ দান

শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্র ইবনে হোরাইস (রাঃ) হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমার ফয়সালার উপর রাজী হও তবে বিবাহ দিতে পারি। হযরত আম্র (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন। উহা কি? তিনি বলিলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।' সুতরাং আমার ফয়সালা হইল, তুমি তাহাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মোহর অর্থাৎ চারশত আশি দেরহাম দিবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্র ইবনে হোরাইস (রাঃ) হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর নিকট প্রস্তাব পাঠাইলে তিনি বলিলেন, আমার ফয়সালার উপর রাজী হইলে বিবাহ দিতে পারি। হযরত আম্র (রাঃ) বলিলেন, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কি? তাহা বলুন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতস্বরূপ আমি চারশত আশি দেরহামের ফয়সালা করিতেছি। (ইবনে আসাকির)

হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাঁহার ভাইয়ের বিবাহ

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাহার ভাই ইয়ামানের এক পরিবারের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিতে যাইয়া বলিলেন, আমি বেলাল আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। আমরা হাবশা নিবাসী দুই জন গোলাম ছিলাম। আমরা গোমরাহ ছিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। আমরা গোলাম ছিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন। যদি তোমরা আমাদের নিকট বিবাহ দাও তবে আল্ হামদুলিল্লাহ্। আর যদি না দাও তবে আল্লাহু আকবার।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত বেলাল (রাঃ)এর একভাই নিজেকে আরবী বলিয়া দাবী করিতেন। সুতরাং একজন আরব মহিলার জন্য বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাহারা বলিল, যদি হযরত বেলাল (রাঃ) উপস্থিত হন তবে আমরা তোমার নিকট বিবাহ দিব। হযরত বেলাল (রাঃ) উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিলেন, এবং বলিলেন, আমি বেলাল ইবনে রাবাহ আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। সে চরিত্র ও দ্বীন হিসাবে ভাল নহে। তবে তোমরা যদি চাহ তাহার নিকট বিবাহ দিতে পার। আর যদি না দিতে চাহ তবে নাও দিতে পার। তাহারা বলিল, আপনি যাহার ভাই, তাহার নিকট আমরা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর তাহারা তাহার নিকট বিবাহ দিয়া দিল। (ইবনে সা'দ)

বিবাহে কাফেরদের অনুকরণ হইতে বাধা প্রদান

ওরওয়া ইবনে রুওয়াইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্

WWW.BANGLAKITAB.COM

ইবনে কুরত সুমালী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে হিমসের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একদিন রাত্রিবেলা হিমস শহরে লোকদের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট দিয়া একদল বরযাত্রী গমন করিল। তাহারা সম্মুখ ভাগে আগুন জ্বালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে চাবুক মারিতে আরম্ভ করিলে তাহারা তাহাদের দুলহানকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। সকাল বেলা তিনি মিম্বারে আরোহন করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানা পড়িয়া বলিলেন, আবু জান্দালাহ্ (রাঃ) উমামাহ্ (রাঃ)কে বিবাহ করিল্লেন, এবং মাত্র কয়েক মুষ্টি খাদ্য তৈয়ার করিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আবু জান্দালার উপর রহম করুন এবং উমামার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আর তোমাদের গত রাত্রের বরযাত্রীর উপর লা'নত বর্ষণ করুন। তাহারা আগুন জ্বালাইয়া কাফেরদের অনুকরণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের আলোকে নির্বাপিত করিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে কুরত (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। (এসাবাহ্)

মোহর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর বার উকিয়া ও এক নশ্ব অর্থাৎ মোট পাঁচ শত দিরহাম ছিল। তিনি বলিয়াছেন, এক উকিয়ায় চল্লিশ ও এক নশ্বে বিশ দিরহাম হয়। (ইবনে সা'দ)

অধিক মোহর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি ও একজন কুরাইশী মহিলার প্রতিবাদ

মাসরুক (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বারে আরোহণ করিয়া বলিলেন, "আমি জানিনা, কে চারশত দিরহামের অতিরিক্ত মোহর দিয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) চারশত দিরহাম বা উহা অপেক্ষাও কম দিতেন। যদি অধিক মোহর দেওয়ার মধ্যে

কোন প্রকার তাক্বওয়া বা সম্মান থাকিত তবে কখনও তোমরা এই ব্যাপারে তাহাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইতে পারিতে না।" অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলে একজন কুরাইশী মহিলা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি লোকদিগকে চারশত দিরহামের অধিক মেয়েদের মোহর বাড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। মহিলা বলিলেন, আপনি কি কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী শুনিতে পান নাই?

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও। আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন–সম্পদ প্রদান করিয়া থাক, তবুও তোমরা উহা হইতে কিছুই ফেরৎ লইও না।

হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ্, মাফ করুন, প্রত্যেক ব্যক্তি ওমর অপেক্ষা (দ্বীন সম্পর্কে) অধিক জ্ঞানী। তারপর পুনরায় মিম্বারে আরোহণ করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল, আমি তোমাদিগকে মেয়েদের মোহরের বিষয়ে চারশতের অধিক করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বলিতেছি যে, নিজের মাল হইতে খুশীমনে তাহাদিগকে যাহার যত ইচ্ছা হয় দিতে পারিবে। (কান্য)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খোতবা দিতে যাইয়া আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, শুনিয়া রাখ, তোমরা মেয়েদের মোহর অতি মাত্রায় ধার্য করিও না। আর যদি আমি জানিতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিমাণ মোহর দিয়াছেন, অথবা তাহার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে উহার অধিক কেহ দিয়াছে, তবে উহার অতিরিক্ত অংশ বাইতুল মালে জমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলে একজন কুরাঈশী মহিলা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্র কিতাব অধিক অনুসরণ যোগ্য, না আপনার কথা অধিক অনুসরণীয়? আপনি ক্ষণিক পূর্বে লোকদিগকে মেয়েদের মোহর অতি মাত্রায় ধার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার কিতাবে বলিতেছেন—

www.BANGLAKITAB.com

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا

অর্থাৎ আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন–সম্পদ প্রদান করিয়া থাক তবুও তোমরা উহা হইতে কিছুই ফেরৎ লইও না।

হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন, প্রত্যেকেই ওমর অপেক্ষা জ্ঞানী। অতঃপর তিনি মিম্বারে ফিরিয়া আসিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে মেয়েদের মোহর অতিমাত্রায় ধার্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন যাহার যত ইচ্ছা দিতে পারে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, যদি মোহর (অধিক ধার্য করা) আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায় হইত তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ও স্ত্রীগণ ইহার অধিক যোগ্য ছিলেন। (কান্যূল উম্মাল)

হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক মোহরের পরিমাণ ধার্য

ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) দুই হাজার পর্যন্ত মেয়েদের মোহর ধার্য করার অনুমতি দিয়াছিলেন। আর হযরত ওসমান (রাঃ) চার হাজার পর্যন্ত অনুমতি দিয়াছিলেন। (কান্য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর মোহর প্রদান

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সফিয়্যাহ (বিনতে আবু ওবায়েদ সাকাফী) (রাঃ)কে চারশত দিরহামের উপর বিবাহ করিলেন। সাফিয়্যাহ (রাঃ) সংবাদ পাঠাইলেন যে, ইহা আমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে না। সুতরাং তিনি তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর অজ্ঞাতে আরও দুইশত বাড়াইয়া দিলেন। (কান্য)

হযরত হাসান (রাঃ)এর মোহর প্রদান

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এক মহিলাকে

বিবাহ করিলেন এবং মোহরস্বরূপ তাহার নিকট একশত দাসী ও প্রত্যেক দাসীর হাতে এক হাজার দিরহাম দিয়া পাঠাইলেন। (তাবরানী)

স্ত্রী পুরুষ ও বালকদের পরস্পর আচার ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ)এর পরস্পর ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু হারিরা (আটা ও দুধ দ্বারা তৈরী এক প্রকার হালুয়া) প্রস্তুত করিয়া তাহার নিকট আনিলাম। সেখানে হযরত সাওদা (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের মাঝখানে ছিলেন। আমি হযরত সাওদা (রাঃ)কে খাইতে বলিলাম; কিন্তু তিনি খাইতে অস্বীকার করিলেন। আমি বলিলাম, আপনাকে অবশ্যই খাইতে হইবে, নতুবা আমি আপনার মুখে মাখিয়া দিব। কিন্তু তিনি তবুও অস্বীকার করিলেন। আমি হারিরার মধ্যে হাত ডুবাইয়া তাহার চেহারায় লেপিয়া দিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পক্ষ হইয়া হাসিলেন। তারপর নিজ হাতে তাহার জন্য পাত্র ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, তুমিও তাহার চেহারায় মাখিয়া দাও। সুতরাং তিনি আমার মুখে মাখিয়া দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাহার পক্ষে হাসিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) (হুজরা শরীফের নিকট দিয়া) কাহাকেও হে আব্দুল্লাহ! হে আব্দুল্লাহ! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যাইতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবিলেন, হয়ত তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবেন। অতএব আমাদিগকে বলিলেন, যাও, তোমরা তোমাদের চেহারা ধুইয়া ফেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে ভয় পাইতেছেন দেখিয়া সেইদিন হইতে আমিও তাহাকে ভয় করিতে লাগিলাম। (আবু ইয়া'লা)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অর্থাৎ হযরত সাওদা (রাঃ)এর জন্য আপন হাটু ভাঁজ করিয়া দিলেন, যেন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতে পারেন।

www.BANGLAKITAB.com

সুতরাং তিনি পাত্র হইতে কিছু হারীরা লইয়া আমার মুখে মাখিয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া উঠিলেন।

হযরত সাওদা (রাঃ)এর সহিত হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)এর আচরণ

আবু ইয়া'লা (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসী হযরত রাযীনাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হযরত সাওদা ইয়ামানিয়া (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেখানে হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) সাজিয়া গুজিয়া পারিপাটি অবস্থায় আসিয়াছিলেন। তিনি ইয়ামানী কামীস ও ইয়ামানী ওড়না পরিয়াছিলেন। চোখের দুই কোণায় ফোঁড়ার ন্যায় মাকাল ও জাফরান দ্বারা প্রস্তুত দুইটি টিপ ছিল। বর্ণনাকারিণী উলাইলাহ (রহঃ) বলেন, আমি মেয়েদেরকে উহা দ্বারা সাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহার এই সাজ গোজ দেখিয়া হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া আমাদের মাঝে তাহাকে এইরূপ ঝলমল করিতে দেখিবেন। উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) বলিলেন, হে হাফসা, আল্লাহ্কে ভয় কর। কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, আমি অবশ্যই তাহার এই সাজসজ্জা নষ্ট করিয়া ছাড়িব। হযরত সাওদা (রাঃ) একটু কানে কম শুনিতেন। তিনি উভয়কে আলাপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি আলাপ করিতেছেন? হযরত হাফসা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে সাওদা, কানা দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। হযরত সাওদা (রাঃ) বলিলেন, সত্যই কি? এবং তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, তবে আমি কোথায় লুকাইব? হযরত হাফসা (রাঃ) খেজুর পাতার একটি ছোট ঘর দেখাইয়া বলিলেন, ওই ঘরটিতে লুকাও। ঘরটি ময়লা ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি উক্ত ঘরে যাইয়া লুকাইলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া দেখিলেন, ইহারা উভয়ে হাসিতেছেন এবং অত্যাধিক হাসির দরুন কথা বলিতে পারিতেছেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসির কারণ কি? তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা হাত দ্বারা

ছোট ঘরটির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তিনি সেখানে যাইয়া হযরত সাওদা (রাঃ)কে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাওদা, তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কানা দাজ্জাল নাকি বাহির হইয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, এখনও বাহির হয় নাই, তবে অবশ্যই বাহির হইবে। এখনও বাহির হয় নাই তবে অবশ্যই বাহির হইবে। অতঃপর তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার কাপড় হইতে ময়লা ও মাকড়সার জাল ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন।

তাবারানী হইতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া দেখিবেন, আমরা কিরূপ ময়লা ও অপচ্ছিন্ন আর এই মেয়েটি আমাদের মাঝে ঝলমল করিতেছে!

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন, এমন সময় বাহিরে লোকজন ও ছোট ছেলেমেয়েদের শোরগোল শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, একটি হাবশী মেয়ে নাচিতেছে আর তাহাদের চারিপার্শ্বে লোকজন ভীড় করিয়া আছে। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা, আস, দেখ। আমি তাহার কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি তাহার কাঁধ ও মাথার মাঝখান দিয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখিতে থাকিলাম। তিনি বলিতেন, হে আয়েশা তৃপ্ত হইয়াছ? আমি তাঁহার অন্তরে আমার স্থান যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে বলিতাম, না। খোদার কসম। (দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকার দরুন) আমি তাঁহাকে বারংবার পা বদল করিতে দেখিয়াছি। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া লোকজন ও ছেলেরা পালাইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি মানুষ ও জ্বিন শয়তানদিগকে দেখিলাম যে, তাহারা ওমরকে দেখিয়া পলায়ন করিল। (ইবনে আসাকির)

বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি বলিয়াছেন, খোদার ক্বসম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়াইতেন, আর হাবশীগণ মসজিদে বর্শা খেলিত। তিনি আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া দিতেন যেন আমি তাহার কাঁধ ও কানের মাঝখান দিয়া উহাদের খেলা দেখিতে পারি। অতঃপর যতক্ষণ না আমি পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিতাম, ততক্ষণ তিনি আমার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সুতরাং খেলার প্রতি আগ্রহী কম বয়সী একটি মেয়ে কত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহা তোমরা আন্দাজ করিয়া দেখ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাও ও তাঁহার স্ত্রীগণের পারস্পরিক আচার ব্যবহার

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর নিকট দেরী করিতেন এবং তাহার নিকট মধু পান করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ও হাফসা (রাঃ) আমরা উভয়ে স্থির করিলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যাহার নিকটই আসিবেন আমরা প্রত্যেকেই বলিব, আপনার নিকট হইতে মাগাফিরের গন্ধ পাইতেছি, আপনি কি মাগাফির খাইয়াছেন? (মাগাফির এক প্রকার গাছের বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়) অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের একজনের নিকট আসিলে তিনি উক্ত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, না, বরং আমি তো যায়নাব বিনতে জাহাশের নিকট মধু পান করিয়াছি। তবে আর কখনও উহা পান করিব না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

অর্থঃ 'হে নবী যেই বস্তুকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করিয়াছেন, আপনি কেন (ক্বসম করিয়া) উহাকে (নিজের উপর) হারাম করিতেছেন, আপন স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে? আর আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু।

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের ক্বসমসমূহ ভঙ্গ করা (এবং উহার কাফফারার পন্থা) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আর আল্লাহ্ তায়ালাই তোমাদের কার্য নির্বাহক, আর তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় হেকমতওয়ালা। আর যখন রসূল নিজের কোন স্ত্রীর নিকট গোপনে একটি কথা বলিলেন, অতঃপর যখন সে উহা অন্যের নিকট বলিয়া দিল, আর আল্লাহ তায়ালা (ওহীর মাধ্যমে) রাসুলকে উহা জানাইয়া দিলেন, তখন তিনি কতক কথা বলিয়া দিলেন, আর কতক কথা এড়াইয়া গেলেন। অতঃপর যখন তিনি সেই স্ত্রীকে উহা জানাইলেন, তখন সে বলিল, কে আপনাকে ইহা জানাইয়া দিল? তিনি বলিলেন, যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল, তিনিই আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। (হে নবীর স্ত্রীদ্বয়) যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর তবে (উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের প্রতি) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

আয়াতের এই অংশে "যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর তবে উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের প্রতি) ঝুকিয়া পড়িয়াছে" হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)কে সম্বোধন করা হইয়াছে। আর আয়াতের এই অংশে "আর যখন রাসূল নিজের কোন স্ত্রীর নিকট গোপনে একটি কথা বলিলেন", রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা "বরং আমি তো মধু পান করিয়াছি"কে বুঝানো হইয়াছে।

ইব্রাহীম ইবনে মূসা (রহঃ) হিসাম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের উক্ত অংশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা "আর কখনও পান করিব না, আমি ক্বসম করিলাম। সুতরাং তুমি আর কাহাকেও বলিও না"কে বুঝানো হইয়াছে।

বুখারী (রহঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি ও মধু পছন্দ করিতেন। আর তিনি আসরের নামাযের পর বিবিদের একেকজনের ঘরে যাইতেন। হয়ত বা কাহারো নিকট বসিতেন। একবার তিনি হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)এর ঘরে গেলেন। তিনি তাঁহাকে অন্যদিন অপেক্ষা বেশী দেরী করাইলেন। ইহাতে আমার অভিমান হইল। আমি দেরী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হযরত হাফসা (রাঃ)এর কাওমের

WWW.BANGLAKITAB.COM

কোন মহিলা তাহাকে একপট মধু হাদিয়া দিয়াছে, আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা হইতে পান করাইয়াছিলেন। মনে মনে বলিলাম, আমি অবশ্যই তাঁহার জন্য একটা কৌশল করিব। সুতরাং সাওদা বিনতে যাম্আহ (রাঃ)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট আসিলে বলিবে, আপনি কি মাগাফির খাইয়াছেন? তিনি বলিবেন, না। তুমি বলিবে, তবে ইহা কিসের দুর্গন্ধ পাইতেছি? তিনি হয়ত বলিবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। তুমি বলিবে, মৌমাছি হয়ত উরফুত (মাগাফিরের গাছ)এর রস চুষিয়াছিল। আমি ও তদ্রুপ বলিব, আর তুমিও হে সফিয়্যাহ, এইরূপ বলিবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে, এ সকল কথাবার্তার পরক্ষণেই হঠাৎ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া দেই। কিন্তু তোমার ভয়ে বলিতে পারি নাই। অতঃপর তিনি যখন তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি কি মাগাফির খাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, না! সাওদা (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনার নিকট হইতে কিসের দুর্গন্ধ পাইতেছি? তিনি বলিলেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। সাওদা (রাঃ) বলিলেন, মৌমাছি, উরফুতের রস চুষিয়াছে হয়ত। তারপর তিনি যখন আমার নিকট আসিলেন আমিও তদ্রূপ বলিলাম। তিনি ঘুরিয়া হযরত সাফিয়্যাহ (রাঃ)এর নিকট গেলে তিনিও তাঁহাকে অনুরূপ বলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (পরদিন) হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট গেলেন, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে সররত দিব কি? তিনি বলিলেন, আমার আর দরকার নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, খোদার কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বঞ্চিত করিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম, চুপ করুন।

বিবিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নারাজী বা অসন্তোষের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার দীর্ঘ দিনের আরজু ছিল যে,

হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্য হইতে সেই দুইজনের কথা জিজ্ঞাসা করি যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর (তবে উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের প্রতি) ঝুকিয়া পড়িয়াছে।

অতএব একবার হযরত ওমর (রাঃ) হজ্ব করিলেন। আমিও হজ্ব করিলাম। অতঃপর ফিরিবার পথে এক জায়গায় তিনি রাস্তা হইতে সরিয়া গেলেন। আমিও পানির পাত্র লইয়া তাহার সহিত গেলাম। তিনি জরুরত সারিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি তাহার হাতে পানি ঢালিয়া দিলাম এবং তিনি ওযূ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমীরুল মুমিনীন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্য হইতে সেই দুইজন কাহারা যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হায় আশ্চর্য তোমার জন্য, হে ইবনে আব্বাস! বর্ণনাকারী যুহরী (রহঃ) বলেন, খোদার কসম, তিনি তাহার এই প্রশ্নকে অপছন্দ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি গোপন করেন নাই। তিনি বলিলেন, তাহারা দুইজন হাফসা ও আয়েশা (রাঃ)। অতঃপর তিনি (বিস্তারিত) হাদীস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আমরা কুরাইশগণ মেয়েদের উপর প্রধান হইয়া থাকিতাম। কিন্তু আমরা মদীনায় আসিয়া দেখিলাম, উহাদের মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রাধান্যতা বিস্তার করিয়া আছে। অতএব আমাদের মেয়েরাও তাহাদের মেয়েদের নিকট হইতে তাহা শিখিতে আরম্ভ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, মদীনার আওয়ালিতে (অর্থাৎ উচুঁ প্রান্তে) বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের এলাকায় আমার বাড়ী ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগ করিলে সে আমার সহিত প্রতিউত্তর করিতে আরম্ভ করিল। তাহার এই প্রতিউত্তরকে আমি অপছন্দ করিলে সে আমাকে বলিল, আপনি আমার

www.BANGLAKITAB.com

প্রতিউত্তরকে কেন খারাপ মনে করিতেছেন? খোদার কসম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণও তাঁহার সহিত প্রতি উত্তর করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের কেহ তাঁহার সহিত সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা–বার্তা বন্ধ করিয়া রাখেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হাফসার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রতি উত্তর করিয়া থাক? সে বলিল, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি এই কারণে সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার সহিত কথা–বার্তা বন্ধ করিয়া রাখ? সে বলিল হাঁ। আমি বলিলাম, তোমাদের যে কেহ এই কাজ করিবে সে সবই হারাইবে, তাহার সর্বনাশ হইবে। তাহার কি এই ভয় নাই যে, আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট হইলে আল্লাহ্ও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? আর এই ভয় নাই যে, পরিণামে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে? তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রতি উত্তর করিও না। এবং তাঁহার নিকট কিছু চাহিও না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় আমার নিকট চাহিয়া লইও। আর তোমার প্রতিবেশিনী তোমার অপেক্ষা সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া তুমি কোন প্রকার ধোকায় পড়িয়া যাইও না। এই কথার দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল। আমরা উভয়ে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকিতাম। একদিন তিনি থাকিতেন, আর একদিন আমি। তাহার পালার দিন ওহী ইত্যাদি যাহা কিছু অবতীর্ণ হইত, তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে সে খবর জানাইতেন। এবং আমার পালার দিন আমিও তদ্রুপ তাহার নিকট আসিয়া জানাইতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা তখনকার সময় আলোচনা করিতাম যে, গাস্সানীগণ আমাদের উপর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইতেছে। এমতাবস্থায় একদিন যেদিন আমার সঙ্গীর পালা ছিল, তিনি এশার সময় আমার দ্বারে করাঘাত করিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া আসিলে বলিলেন, এক গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা কি? গাস্সানীগণ আসিয়া পড়িয়াছে কি? তিনি বলিলেন, না, বরং উহা অপেক্ষা গুরুতর ও বিরাট। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবিগণকে তালাক দিয়া দিয়াছেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, হাফসা সবই হারাইয়াছে, তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। আমারও ধারণা ছিল এরূপ একটা কিছু ঘটিবে। অতঃপর ফজরের নামায পড়িয়া আমি ভালরূপে কাপড় পরিলাম। তারপর বাহির হইয়া হাফ্সার নিকট যাইয়া দেখিলাম, সে কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদিগকে তালাক দিয়াছেন? সে বলিল, জানি না, তবে তিনি এই উপরের কোঠায় পৃথক অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার হাবশী গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, ওমরের জন্য (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতি প্রার্থনা কর। গোলাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, আমি আপনার কথা বলিয়াছি ; কিন্তু তিনি চুপ রহিয়াছেন। আমি সেখান হইতে মিম্বারের নিকট আসিলাম। দেখিলাম, মিম্বারের নিকট কতিপয় লোক বসিয়া আছেন, তাহাদের কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু মনের ভিতর অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইলে আবার আসিয়া গোলামকে বলিলাম, ওমরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। গোলাম বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, আমি আপনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি চুপ রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া পুনরায় মিম্বারের নিকট আসিয়া বসিলাম। তারপর অন্তরের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইলে আবার গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, ওমরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, আমি আপনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি চুপ রহিয়াছেন। অতঃপর আমি ফিরিয়া চলিতেই গোলাম আমাকে ডাকিল এবং বলিল, ভিতরে প্রবেশ করুন, আপনার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, আর তাহার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন? তিনি আমার প্রতি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, না। আমি বলিলাম, আল্লাহু আকবার! ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের অবস্থা যদি আপনি দেখিতেন। আমরা কুরাইশগণ মেয়েদের উপর প্রধান হইয়াছিলাম। কিন্তু মদীনায় আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

এমন লোকদেরকে পাইলাম, যাহাদের মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রধান্যতা বিস্তার করিয়া চলে। আমাদের মেয়েরাও উহাদের দেখাদেখি ঐরূপ করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীর উপর একদিন রাগ করিলে সে আমার সহিত প্রতিউত্তর করিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহার এই প্রতিউত্তর না পছন্দ করিলে সে বলিল, আপনি আমার প্রতিউত্তরকে কেন অপছন্দ করিতেছেন? খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার সহিত প্রতিউত্তর করিয়া থাকেন, এবং তাহাদের কেহ সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার সহিত কথাবার্তাও বন্ধ করিয়া রাখেন। শুনিয়া আমি বলিলাম, যে এইরূপ করিবে সে সব হারাইবে ও তাহার সর্বনাশ হইবে। তাহার কি এই ভয় নাই যে, আল্লাহ্র রাসূল অসন্তুষ্ট হইলে আল্লাহ্ও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? আর এই ভয় নাই যে, পরিণামে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনিয়া) মুচকি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি হাফসার নিকট যাইয়া বলিয়াছি, তোমার প্রতিবেশিনী তোমার অপেক্ষা সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া তুমি কোন প্রকার ধোকায় পড়িয়া যাইও না। (ইহা শুনিয়া) তিনি পুনরায় মুচকি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আরও কিছু সান্ত্বনার কথা বলিব কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতএব আমি বসিয়া পড়িলাম এবং মাথা উঠাইয়া ঘরের ভিতর দেখিলাম। খোদার কসম, উহার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন জিনিষ আমি দেখিলাম না। মাত্র তিনটি চামড়া ছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। তিনি পারস্য ও রোমবাসীকে কিরূপ স্বচ্ছলতা দিয়া রাখিয়াছেন! অথচ তাহারা আল্লাহ্র এবাদত করে না। ইহা শুনিয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি কি এখনও সন্দেহের মধ্যে আছ? তাহারা তো এমন কাওম যাহাদের উত্তম পাওনাগুলি তাহাদিগকে দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(হযরত ওমর (রাঃ) বলেন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক নারাজীর দরুন একমাস কাল বিবিগণের নিকট যাইবেন না

বলিয়া কসম খাইয়াছিলেন, যে কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিবিগণ হইতে পৃথক অবস্থান করিলেন তখন আমি মসজিদে যাইয়া দেখিলাম, লোকেরা বসিয়া ছোট ছোট পাথর দ্বারা মাটি খুটিতেছে এবং তাহারা বলাবলি করিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবিগণকে তালাক দিয়া দিয়াছেন। আর ইহা পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা ছিল। আমি বলিলাম, আজ আমি সঠিক বিষয় কি, তাহা জানিব। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)এর নিকট তাহার যাওয়া ও তাহাদিগকে নসীহত করার বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তলার চৌখাটের নিকট উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিলাম, হে রাবাহ, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি লও। অতঃপর পূর্ব বর্ণনা অনুসারে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কেন বিবিদের বিষয়ে এত পেরেশান হইতেছেন? আপনি যদি তাহাদিগকে তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে আছেন, এবং তাহার ফেরেশতাগণ, জিব্রাঈল, মিকাঈল, আমি ও আবু বকর এবং সকল মুমিনীন আপনার সঙ্গে আছি।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করি, আমি যখনই কোন কথা বলিয়াছি তখনই আমি আশা করিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবেন। সুতরাং এই আয়াত নাযিল হইল–

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা উভয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করিতে থাক, তবে আল্লাহ্ ও জিব্‌রীল এবং নেক মুসলমানগণ রাসূলের সহায় আছে, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ তাহার সাহায্যকারী রহিয়াছে। যদি তিনি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তবে অচিরেই তাঁহার রব্ব তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের অপেক্ষা অতি উত্তমা পত্নীসমূহ প্রদান করিবেন, যাহারা মুসলিমা, মুমিনা, অনুগত, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী রোযা পালনকারিণী, কতক বিধবা ও কতক কুমারী হইবে।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি তাহাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। অতএব আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলাম যে, তিনি বিবিগণকে তালাক দেন নাই। আর আমার এই সম্পূর্ণ কার্যকলাপের স্বপক্ষে আয়াত নাযিল হইল—

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى
الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ

অর্থ ঃ 'আর যখন তাহাদের নিকট কোন বিষয়ের খবর পৌঁছে, তাহা নিরাপত্তার হউক বা ভয়ের হউক, তবে উহা (তৎক্ষণাৎ) প্রচার করিয়া দেয়, আর যদি তাহারা উহাকে রাসূলের উপর এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এইরূপ বিষয় বুঝিতে সক্ষম তাহাদের উপর সমর্পণ করিত, তাহা হইলে যাহারা ইহাদের মধ্যে সংবাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়া লয় তাহারা জানিয়া লইত।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিই সেই সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন, এবং লোকজন তাঁহার দ্বারে বসিয়াছিল, এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু অনুমতি হইল না। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন এবং অনুমতি চাহিলেন। তাহার জন্যও অনুমতি হইল না। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য অনুমতি হইল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপচাপ বসিয়া আছেন এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে তাঁহার বিবিগণ উপস্থিত আছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

এমন কথা বলিব যাহাতে তিনি হাসিয়া দেন। সুতরাং তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যায়েদের বেটির (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর স্ত্রী) অবস্থা যদি আপনি দেখিতেন! আমার নিকট অতিরিক্ত খরচের দাবী করিয়াছিল, আর আমি তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা শুনিয়া এত জোরে হাসিয়া দিলেন যে, তাঁহার দাঁত মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। এবং বলিলেন, ইহারা আমার চারিপার্শ্বে আমার নিকট অতিরিক্ত খরচ দাবী করিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে ও হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)কে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা নাই, তোমরা তাহা দাবী করিতেছ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে (মারিতে) নিষেধ করিলেন। তাঁহার বিবিগণ বলিলেন, খোদার কসম, আজকের এই মজলিসের পর আমরা আর তাঁহার নিকট এমন জিনিষের দাবী করিব না যাহা তাঁহার নিকট নাই।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিব, আশা করি তাড়াতাড়ি নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া আগে তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্মুখে এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ
اَجْرًا عَظِيْمًا

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং উহার চাকচিক্য কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদিগকে কিছু সম্বল প্রদান করি এবং তোমাদিগকে সদ্ভাবে বিদায় করিয়া দেই, আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে এবং তাঁহার রাসূলকে চাও এবং আখেরাত কামনা কর তবে তোমাদের সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আপনার ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিব? বরং আমি তো আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রসূলকে গ্রহণ করিলাম। এবং আপনার নিকট আমার এই অনুরোধ যে, আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে জানাইবেন না। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে কঠোর স্বভাব দিয়া পাঠান নাই, বরং আমাকে শিক্ষা ও সহজ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তুমি যাহা গ্রহণ করিয়াছ, কেহ আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিব। (আহমাদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আমাকে বলিলেন, আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিব। শীঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, বরং তুমি তোমার পিতা-মাতার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া লও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পিতা-মাতার সহিত পরামর্শের কথা তিনি এই জন্য বলিলেন যে, যেহেতু তিনি জানেন, আমার পিতা-মাতা কখনও আমাকে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কথা বলিবেন না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ..... أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুইটি আয়াত তেলয়াত করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি এই বিষয়ে আমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিব? বরং আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং আখেরাতকে গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি তাঁহার সকল বিবিগণকে

এই অধিকার প্রদান করিলেন, এবং তাঁহারাও সকলে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ন্যায় উত্তর দিলেন। (ইবনে আবি হাতেম)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ)ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তিনি এই অধিকার প্রদানকে তালাক হিসাবে গণ্য করেন নাই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ব্যবহার

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, অথবা অসন্তুষ্ট হও তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিরূপে তাহা বুঝিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, মুহাম্মাদের রব্বের কৃসম। আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইব্রাহীমের রব্বের কৃসম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হাঁ, তবে খোদার কৃসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শুধু আপনার নামটাই পরিত্যাগ করি। (মিশকাত)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন এক সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলাম এবং আমি অগ্রগামিনী হইলাম। পরবর্তীতে যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গেল তখন আবার একবার প্রতিযোগিতা করিলে তিনি অগ্রগামী হইলেন। এবং বলিলেন, এই বিজয় (তোমার) সেই বিজয়ের প্রতিশোধ। (মিশকাত)

হযরত মাইমুনা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহার

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি (ছোট বেলায়) একরাত্রে হযরত

www.BANGLAKITAB.com

মাইমুনা (রাঃ)এর মেহমান হইলাম। তাহার উপর তখন নামায ছিল না। তিনি একটি কম্বল আনিলেন। তারপর আর একটি আনিলেন এবং তাহা বিছানায় মাথার দিকে রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং নিজের উপর একটি কম্বল টানিয়া লইলেন। আর আমার জন্য তাঁহার পার্শ্বে একটি ছোট বিছানা বিছাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার সহিত একই বালিশে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। অতঃপর এশার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন, এবং বিছানার নিকট আসিয়া মাথার নিকট হইতে কাপড় লইলেন। লুঙ্গির ন্যায় উহা পরিধান করতঃ পরিধেয় কাপড় খুলিয়া ঝুলাইয়া রাখিলেন। তারপর হযরত মাইনুনা (রাঃ)এর সহিত একই কম্বলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর শেষ রাত্রিতে উঠিলেন। এবং ঝুলন্ত মশকের মুখ খুলিয়া উহা হইতে অযূ করিলেন। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, উঠিয়া তাঁহাকে অযূর পানি ঢালিয়া দেই, কিন্তু আমাকে জাগ্রত দেখিয়া তিনি বিব্রত বোধ করিবেন ভাবিয়া উঠিলাম না। তারপর তিনি বিছানার নিকট আসিয়া কাপড় পরিবর্তন করিলেন এবং মুসল্লায় দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। আমি উঠিয়া অযূ করিলাম এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে হাত দ্বারা পিছন দিক হইতে টানিয়া তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। আমি তাঁহার সহিত তের রাকাত নামায পড়িলাম। নামায শেষে তিনি বসিলেন এবং আমিও তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। তিনি (কাত হইয়া) আপন গাল আমার গালের দিকে ঝুকাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর হযরত বেলাল (রাঃ) আসিয়া "নামায, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" বলিয়া আওয়াজ দিলে তিনি উঠিয়া মসজিদে গেলেন এবং দুই রাকাত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আর হযরত বেলাল (রাঃ) একামত দিতে আরম্ভ করিলেন। (কান্য)

একজন বৃদ্ধা মহিলার সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচার

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন বৃদ্ধা মহিলা আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

তুমি কে? মহিলা বলিলেন, জাস্সামাহ মুযানিয়াহ্। তিনি বলিলেন, বরং তুমি হাস্সানাহ্ মুযানিয়াহ্, তোমরা কেমন আছ? তোমাদের অবস্থা কেমন? আমাদের চলিয়া আসিবার পর তোমরা কেমন ছিলে? মহিলা বলিলেন, ভাল ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক! অতঃপর মহিলাটি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, এইরূপ এক বৃদ্ধার প্রতি আপনি এরূপ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন! তিনি বলিলেন, হে আয়েশা, এই মহিলা খাদীজার যুগে আমাদের নিকট আসা-যাওয়া করিত, আর পুরাতন সম্পর্কের খাতির করা ঈমানের একটি অঙ্গ। (বাইহাক্বী)

বাইহাক্বী হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিতেন। তিনি তাহার আগমনে আনন্দিত হইতেন ও তাহার সম্মান করিতেন। আমি বলিলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি এই বৃদ্ধা মহিলার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন যাহা আর কাহারো সহিত করেন না! তিনি বলিলেন, এই মহিলা খাদীজার যুগে আমাদের নিকট আসা যাওয়া করিত। তুমি কি জাননা, মুহাব্বাতের সম্মান করা ঈমানের একটি অঙ্গ?

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জেএররানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোশত বণ্টন করিতে দেখিয়াছি। আমি তখন অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। উটের একটি অঙ্গ বহন করিতে পারিতাম। তাঁহার নিকট একজন মহিলা আসিলেন। তিনি তাহার জন্য চাদর বিছাইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? বলিলেন, ইনি তাঁহার ধাত্রী মাতা যিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়া ছিলেন। (বুখারী)

এক হাবশী গোলামের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাহার অল্প বয়স্ক হাবশী

WWW.BANGLAKITAB.COM

গোলাম তাঁহার পিঠ মর্দন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কি অসুস্থবোধ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, গতরাত্রে উট আমাকে ফেলিয়া দিয়াছে। (তাবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খেদমত

কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুতা পরাইয়া দিতেন এবং লাঠি লইয়া তাঁহার সম্মুখে চলিতেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁহার মজলিসে উপস্থিত হইতেন তখন তাঁহার জুতা জোড়া খুলিয়া লইতেন এবং নিজের আস্তীনের ভিতর ঢুকাইয়া রাখিতেন, আর তাঁহাকে লাঠি দিয়া দিতেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিতেন তাঁহাকে জুতা পরাইয়া দিতেন ও লাঠি লইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটিতেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে তিনি হুজরার ভিতর প্রবেশ করিতেন।

আবু মালীহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) গোসলের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পর্দা ধরিতেন, ঘুম হইতে জাগ্রত করিতেন ও একাকী চলার সময় তাহার সহিত হাঁটিতেন।

হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন আমার বয়স দশ বৎসর। আর তাঁহার ইন্তেকালের সময় আমার বয়স হইয়াছিল বিশ বৎসর। আমার মা ও খালাগণ আমাকে তাঁহার খেদমতের জন্য উৎসাহিত করিতেন। (ইবনে আবি শাইবাহ)

ইবনে আসাকির ও ইবনে সা'দ (রহঃ) সুমামাহ্ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি বদরে শরীক হইয়াছিলেন? তিনি জবাব দিলেন,—তোমার মা না থাক—আমি কিরূপে বদর হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারি! মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহিত বদর যুদ্ধে গিয়াছেন, তিনি তখন বালক ছিলেন, তাঁহার খেদমত করিতেন। (মুনতাখাব)

কতিপয় আনসারী যুবক ও সাহাবা (রাঃ)দের খেদমত!

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত আঞ্জাম দিবার জন্য আনসারদের বিশজন যুবক সদা প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি কোন কাজের এরাদা করিলে তাহাদিগকে প্রেরণ করিতেন। (বায্যার)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিয়াছেন, সাহাবাদের মধ্য হইতে চার জন অথবা পাঁচজন সর্বদাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিতেন। অথবা বলিয়াছেন, সর্বদাই তাহারা তাঁহার দ্বারে উপস্থিত থাকিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালাক্রমে থাকিতাম। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজনে, অথবা যে কোন কাজে তিনি আমাদিগকে পাঠাইতেন। এইরূপে কখনও সওয়াবের আশায় পালাক্রমে অবস্থানকারীদের সংখ্যা অধিক হইয়া যাইত। একবার আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কিসের এই কানাকানি? আমি কি তোমাদিগকে কানাকানি করিতে নিষেধ করি নাই?

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, আসেম ইবনে সুফিয়ান (রহঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ) অথবা হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অনুমতি চাহিলাম যে, আমি তাঁহার দরজার নিকট ঘুমাইব এবং তাঁহার কোন প্রয়োজন হইলে আমাকে জাগাইবেন। সুতরাং তিনি আমাকে ইহার অনুমতি দিলেন এবং আমি সেই রাত্র তাঁহার দরজায় ঘুমাইলাম।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাসে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িলাম। তারপর তিনি গোসল করিবার জন্য উঠিলেন। আমি তাঁহার জন্য (কাপড় দ্বারা) পর্দা করিলাম।

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহার গোসলের পর কিছু পানি পাত্রে অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইচ্ছা হয় ইহা (নিজের জন্য) উঠাইয়া লও, অথবা ইহার সহিত আরো পানি মিশ্রিত করিয়া লও। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই অবশিষ্ট পানি আমার নিকট অন্য পানি মিশ্রন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সুতরাং আমি উহা দ্বারা গোসল করিলাম, আর তিনি আমার জন্য পর্দা ধরিলেন। আমি বলিলাম, আপনি আমার জন্য পর্দা ধরিবেন না। তিনি বলিলেন, অবশ্যই, তুমি যেমন আমার জন্য পর্দা ধরিয়াছ আমিও তোমার জন্য পর্দা ধরিব। (মুনতাখাব)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে—ইব্রাহীম (রাঃ) ও পরিবারস্থ অন্যান্য ছেলেদের সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহার

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, সন্তানের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক দয়ালু আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি বলেন, মদীনার উচুঁ এলাকায় তাঁহার ছেলে ইব্রাহীমকে দুধ পান করাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাইতেন, আর আমরাও তাঁহার সহিত যাইতাম। তাঁহার ধাত্রী মাতার স্বামী কর্মকার ছিলেন বিধায় তাহার ঘর ধোঁয়াচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। আর তিনি সেই ধোয়াচ্ছন্ন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছেলেকে কোলে লইতেন ও চুম্বন করিতেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিতেন। বর্ণনাকারী আমর (রহঃ) বলেন, ইব্রাহীমের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইব্রাহীম আমার পুত্র। দুগ্ধ পানকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব দুইজন ধাত্রী তাঁহাকে বেহেশতে দুধ পান করাইবে এবং তাঁহার দুগ্ধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করিবে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারিস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)এর তিন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্, উবাইদুল্লাহ্ ও কাসীরকে কাতারবন্দি করিয়া দাঁড় করাইতেন এবং বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে প্রথম স্পর্শ করিতে পারিবে তাহাকে এই এই দিব। অতঃপর তাহারা দৌড় প্রতিযোগিতা করিতেন এবং তাঁহার বুক ও পিঠের উপর আসিয়া পড়িতেন। আর তিনি তাহাদিগকে চুম্বন করিতেন ও জড়াইয়া ধরিতেন। (আহমাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর হইতে আগমন কালে শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে তাঁহার পরিবারস্থ ছোট ছেলেদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাওয়া হইত। একবার তিনি সফর হইতে আগমন করিলে আমাকে তাঁহার নিকট আগে উপস্থিত করা হইল। তিনি আমাকে তাহার বাহনের উপর সম্মুখ ভাগে বসাইলেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর দুই পুত্র—হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রাঃ)এর একজনকে আনা হইলে তিনি তাহাকে পিছনের ভাগে বসাইলেন। এরূপে তিনজন এক বাহনে আরোহনপূর্বক আমরা মদীনায় প্রবেশ করিলাম। (ইবনে আসাকির)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, একবার আমি ছেলেদের সহিত খেলিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিলেন এবং আমাকে ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর কোন এক ছেলেকে তাঁহার বাহনের উপর বসাইয়া লইলেন। এরূপে এক বাহনের উপর আমরা তিনজন আরোহণ করিলাম। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, যদি তুমি আমার ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর দুই পুত্র হযরত কুসুম ও উবাইদুল্লাহ্–এর অবস্থা দেখিতে! আমরা ছোট ছিলাম, খেলাধুলা করিতাম। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বাহনে চড়িয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, ইহাকে আমার নিকট উঠাইয়া দাও। সুতরাং আমাকে সম্মুখে বসাইলেন। তারপর বলিলেন, ইহাকে অর্থাৎ কুসুমকে আমার নিকট উঠাইয়া দাও। এবং তাহাকে পিছনে বসাইলেন। উবাইদুল্লাহ্ হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট কুসুম অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন। অতএব তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর কথা স্মরণ করতঃ কুসুমকে লইয়া উবাইদুল্লাহ্কে ছাড়িতে কোনরূপ লজ্জাবোধ করিলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথায় তিনবার হাত বুলাইয়া দিলেন এবং প্রতিবার এই দোয়া করিলেন, "আয় আল্লাহ্ জা'ফরের সন্তানদের জন্য আপনি তাহার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হইয়া যান।" (মুনতাখাব)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হাসান ও হুসাইন

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর দেখিয়া বলিলাম, তোমাদের নীচে কতই না উত্তম এই ঘোড়া! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কতই না উত্তম ঘোড়সওয়ার ইহারা! (আবু ইয়ালা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত হাসান (রাঃ)কে কাঁধে লইয়া বাহির হইলেন। এক ব্যক্তি দেখিয়া বলিল, হে বালক, কতই না উত্তম বাহনে চড়িয়াছ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কতই না উত্তম আরোহী সে! (ইবনে আসাকির)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) অথবা দুইজনের একজন আসিয়া তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। তিনি মাথা উঠাইবার সময় তাহাকে অথবা তাহাদের উভয়কে হাত দ্বারা ধরিয়া লইলেন। আর বলিলেন, কি উত্তম বাহন তোমাদের! (তাবরানী)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি (উপুড় হইয়া) চার হাত-পায়ের উপর ভর করিয়া আছেন, আর তাঁহার পিঠের উপর হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) আরোহণ করিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন, কতই না উত্তম তোমাদের এই উট! আর কতই না উত্তম বোঝা তোমরা!! (তাবরানী)

হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর হারাইয়া যাইবার ঘটনা

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) হারাইয়া গিয়াছে। তখন দ্বিপ্রহরের সময় ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠ, আমার পুত্রদ্বয়কে তালাশ কর। সুতরাং যার যেদিকে মুখ ছিল সে সেদিকে তালাশ করিতে আরম্ভ করিল। আর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত গেলাম। তালাশ করিতে করিতে তিনি একটি

পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) উভয়ে একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন, আর একটি সাপ তাহার লেজের উপর ভর করিয়া ফনা তুলিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। রাসূলুল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলে সে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিল এবং তারপর একটি গর্তের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি দুই ভাইয়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিলেন এবং তাহাদের চেহারা মুছিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, আমার পিতা-মাতা তোমাদের উপর কোরবান হউন, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কতই না সম্মানিত! তারপর একজনকে ডান কাঁধে এবং অপর জনকে বাম কাঁধে উঠাইয়া লইলেন। আমি বলিলাম, কি আনন্দ তোমাদের! কতই না উত্তম বাহন তোমাদের! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কতই না উত্তম আরোহী তাহারা! তাহাদের পিতা তাহাদের অপেক্ষা উত্তম। (তাবরানী)

হযরত হুসাইন (রাঃ)এর সহিত তাঁহার আচরণের একটি ঘটনা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এবং এক জায়গায় খাওয়ার দাওয়াতে চলিলাম। হযরত হুসাইন (রাঃ) রাস্তায় ছেলেদের সহিতে খেলিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের আগে যাইয়া হাত বাড়াইলেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হাসাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং এক হাতে তাহার থুতনির নিচ ও অপর হাতে তাহার মাথা ও কানের মাঝখান ধরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ও চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন, হুসাইন আমার এবং আমি তাহার। যে তাহাকে ভালবাসে আল্লাহ্ তাহাকে ভালবাসুন। হাসান ও হুসাইন (আমার) মেয়ের ঘরের দুই নাতি। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবা (রাঃ)দের আচার ব্যবহার

হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)কে স্ত্রীর সহিত সদাচারের আদেশ

আবু ইসহাক সুবাইয়ী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর স্ত্রী মলিন বদন ও পুরাতন কাপড়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট আসিলেন। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? তিনি বলিলেন, আমার স্বামীর রাত্র নামাযে কাটে ও দিন রোযায় কাটে। তাহার এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হইল। অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নাই? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তারপর আরেকদিন তাহার স্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিত অবস্থায় আসিলেন। (অর্থাৎ স্বামীর সদাচরণ ও মনোযোগের দরুন তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল।) অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইলে তিনি এই কবিতার মাধ্যমে তাহার শোক প্রকাশ করিলেন—

يَا عَيْنُ جُودِي بِدَمْعٍ غَيْرِ مَمْنُونِ ... عَلَى رَزِيَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ

عَلَى امْرِئٍ بَاتَ فِي رِضْوَانِ خَالِقِهِ ... طُوبَى لَهُ مِنْ فَقِيدِ الشَّخْصِ مَدْفُونِ

طَابَ الْبَقِيعُ لَهُ سُكْنًى وَغَرْقَدُهُ ... وَاشْرَقَتْ اَرْضُهُ مِنْ بَعْدِ تَفْتِينِ

وَاَوْرَثَ الْقَلْبَ حُزْنًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ ... حَتَّى الْمَمَاتِ فَمَا تَرْقَى لَهُ شُؤُنِي

অর্থ ঃ হে চক্ষু! ওসমান ইবনে মাযঊনের (বিরহের) এই মুসীবতে এমন অশ্রুধারা প্রবাহিত কর, যাহা কখনও না থামে। এমন ব্যক্তির জন্য অশ্রু বর্ষণ কর যে আপন সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টিলাভে রাতের পর রাত কাটাইয়া দিয়াছে। আর যে চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে ও দাফন হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য

সুসংবাদ। জান্নাতুল বাকী' (মদীনার গোরস্থান) ও উহার গারকাদ বৃক্ষমূল তাঁহার শান্তি নিবাস হউক। বাকী'এর যমীন কাফেরদের দাফন হইবার দরুন ফেৎনায় পরিপূর্ণ হইবার পর তাহার দাফনে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আর (আমার) অন্তর এমন শোকাভিভূত হইয়াছে যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাহা দূর হইবে না এবং আমার অশ্রু নিঃসারক রগ কখনও শুষ্ক হইবে না।

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) ও ওরওয়া (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তবে উভয়ের কেহ কবিতা উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে তিনি হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর স্ত্রীর নাম খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট গেলেন। পরবর্তী অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "হে ওসমান, আমাদের উপর বৈরাগ্যতার হুকুম আরোপ করা হয় নাই। আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন উত্তম আদর্শ নাই? খোদার কসম, তোমাদের অপেক্ষা আমিই আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি ও তাহার সীমা রক্ষা করিয়া চলি।" (কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে স্ত্রীর সহিত সদাচারের আদেশ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা একজন কুরাইশী মেয়ের সহিত আমাকে বিবাহ করাইয়া দিলেন। উক্ত মেয়ে আমার ঘরে আসিল। আমি নামায রোযা ইত্যাদি এবাদতের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তির দরুন তাহার প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ দিলাম না। একদিন আমার পিতা—হযরত আম্র ইবনে আস (রাঃ) তাহার পুত্রবধুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামীকে কেমন পাইয়াছ? সে জবাব দিল, খুবই ভাল লোক অথবা বলিল, খুবই ভাল স্বামী। সে আমার মনের কোন খোঁজ লয় না এবং আমার বিছানার কাছেও আসে না। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে খুবই গালাগাল দিলেন ও কঠোর কথা বলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে একজন কুরাইশী উচ্চ বংশীয়া মেয়ে বিবাহ করাইয়াছি, আর তুমি তাহাকে এরূপ ঝুলাইয়া

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাখিলে? তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া আমার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। তিনি আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দিন ভর রোযা রাখ? আমি বলিলাম হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রাত ভর নামায পড়? আমি বলিলাম হাঁ। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি রোযা রাখি ও রোযা ছাড়ি, নামায পড়ি ও ঘুমাই, স্ত্রীগণের সহিত মিলামিশা করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের প্রতি আগ্রহ রাখে না সে আমার দলভুক্ত নহে। তারপর বলিলেন, তুমি এক মাসে কোরআন খতম করিবে। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক করিবার শক্তি রাখি। তিনি বলিলেন, তবে প্রতি দশ দিনে এক খতম পড়িবে। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িবার শক্তি রাখি। তিনি বলিলেন, তবে প্রতি তিন দিনে পড়িবে। তারপর বলিলেন, প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখিবে। আমি বলিলাম, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এইরূপে তিনি বাড়াইতে থাকিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বলিলেন, একদিন রোযা রাখিবে এবং একদিন ছাড়িয়া দিবে। ইহা সর্বোত্তম রোযা ও আমার ভাই দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা।

বর্ণনাকারী হুসাইন (রহঃ) বলেন, তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক এবাদতকারীর জন্য এক প্রকার তীব্রতা রহিয়াছে। আবার প্রত্যেক তীব্রতা এক সময় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুন্নাত অথবা বিদআতের প্রতি ধাবিত হয়। যাহার তীব্রতা হ্রাস পাইয়া সুন্নাতের প্রতি ধাবিত হইল সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইল। আর যাহার হ্রাস পাইয়া বিদআতের প্রতি ধাবিত হইল সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

বর্ণনাকারী মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে যখন দুর্বল হইয়া গেলেন তখন তিনি শক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখিয়া আবার সেই পরিমাণ রোযা ছাড়িয়া দিতেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এমনিভাবে তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোরআন পাক তেলাওয়াত করিতেন। আবার কখনও কম বেশীও করিতেন, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কৃত ওয়াদা অনুযায়ী সাত দিন অথবা তিন দিনে খতম করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বলিতেন, এখন আমার মনে হইতেছে

যে, আমি যাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি তাহা না করিয়া যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া সুবিধাকে গ্রহণ করিতাম তবে অনেক ভাল হইত। তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় আমি যে নিয়মের উপর ছিলাম এখন উহা পরিবর্তন করাকে পছন্দ করি না। (আবু নুআঈম)

হযরত সালমান (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর মধ্যে ভাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। একবার হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া উম্মে দারদা (রাঃ)কে অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? তিনি জবাব দিলেন, আপনার ভাই আবু দারদার তো দুনিয়াদারীর কোন প্রয়োজন নাই। ইতিমধ্যে হযরত আবু দারদা (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার জন্য খাবার তৈয়ার করিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তুমিও খাও। তিনি বলিলেন, আমি তো রোযা রাখিয়াছি। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি না খাও তো আমিও খাইব না। অতএব হযরত আবু দারদা (রাঃ) খাইলেন। তারপর যখন রাত্র হইল তখন হযরত আবু দারদা (রাঃ) নামাযে দাঁড়াইতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ঘুমাও। তিনি ঘুমাইলেন। তারপর আবার নামাযে দাঁড়াইতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ঘুমাও। এমনিভাবে শেষ রাত্রে হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, এবার উঠ। সুতরাং তাহারা উভয়ে নামায পড়িলেন। অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তোমার উপর তোমার পরওয়াদিগারের হক্ব রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার নফসের হক্ব রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক্ব রহিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক হক্বদারকে তাহার হক্ব প্রদান কর। পরদিন হযরত আবু দারদা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ে তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, সালমান সত্য বলিয়াছে। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত যুবাইর (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) আমাকে বিবাহ করিলেন। একটি ঘোড়া ব্যতীত যমীনের বুকে তাহার না কোন মাল-সম্পদ ছিল, আর না কোন গোলাম। তাহার ঘোড়াকে খাওয়ানো, তার তত্ত্বাবধান ও সহিসের কাজ আমিই করিতাম। তাহার পানি বহনকারী উটের জন্য খেজুরদানা চূর্ণ করা, উহাকে খাওয়ানো এবং পান করানোর কাজও আমি করিতাম। পানির মশক ছিড়িয়া গেলে উহা সেলাই করা এবং আটা মলা সবই আমাকে করিতে হইত। আমি ভাল রুটি বানাইতে পারিতাম না। আমার কতিপয় আনসারী প্রতিবেশিনী ছিলেন, তাহারা রুটি বানাইয়া দিতেন। তাঁহারা বড় সৎ ছিলেন।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর (রাঃ)কে কিছু যমীন দিয়াছিলেন, যাহা তাহার ঘর হইতে দুই মাইল দূরে ছিল। আমি সেখান হইতে খেজুরের দানা কুড়াইয়া মাথায় বহন করিয়া আনিতাম। তিনি বলেন, একদিন আমি দানা মাথায় লইয়া আসিতেছি, এমন সময় পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত সাহাবাদের এক জামাত ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আমাকে উটের পিঠে তাহার পিছনে বসাইবার জন্য ইখ্ ইখ্ বলিয়া উটকে বসাইতে লাগিলেন। কিন্তু পুরুষদের মাঝে আমার এরূপ চলিতে লজ্জা হইল, তদুপরি হযরত যুবাইর (রাঃ) ও তাহার আত্মমর্যাদা বোধের কথা আমার মনে পড়িল। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। সুতরাং তিনি চলিয়া গেলেন। তারপর আমি হযরত যুবাইর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলাম যে, খেজুরের দানা মাথায় লইয়া আসিবার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার সহিত অন্যান্য সাহাবাও ছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত আরোহণ করিবার জন্য উট বসাইলেন, কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করিলাম এবং আপনার আত্মমর্যাদা বোধের কথা মনে পড়িল। হযরত যুবাইর (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন,

তাঁহার সহিত তোমার আরোহণ অপেক্ষা (লোক সম্মুখে) তোমার দানার বোঝা মাথায় লওয়া আমার নিকট অধিক কঠিন মনে হয়। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, পরবর্তী কালে হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার জন্য একজন খাদেম পাঠাইলেন। সুতরাং ঘোড়ার দেখাশুনার কাজ আমার পরিবর্তে সেই করিতে লাগিল। তখন মনে হইল, এই খাদেম আমাকে যেন এক দাসত্ব হইতে মুক্ত করিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইকরামা (রহঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট আসিয়া এই বিষয়ে নালিশ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, পেয়ারী বেটি, সবর কর। কারণ যে মেয়েলোক নেক স্বামী পায়, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উভয়কে বেহেশতে একত্রিত করিয়া দিবেন। (ইবনে সা'দ)

একজন মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশের ঘটনা

কাহ্মাস হেলালী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামীর খারাবী বাড়িয়া গিয়াছে আর ভালাই কমিয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার স্বামী? মহিলা উত্তর দিলেন, আবু সালামা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, লোকটি তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবাতপ্রাপ্ত এবং সে তো অত্যন্ত সৎলোক। তারপর তিনি তাঁহার পার্শ্বে বসা একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন নয় কি? সে জবাব দিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তো তাহাই জানি। তিনি উক্ত লোকটিকে বলিলেন, যাও, তাহাকে ডাকিয়া আন। তিনি যখন তাহার স্বামীকে ডাকিবার জন্য পাঠাইলেন, তখন মহিলাটি উঠিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পিছনে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহারা উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামী হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিছনে এই মেয়ে

www.BANGLAKITAB.com

লোকটি কি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, মেয়েলোকটি কে? তিনি জবাব দিলেন, তোমার স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি বলিতেছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সে বলিতেছে, তোমার ভালাই কমিয়া গিয়াছে এবং খারাবী বাড়িয়া গিয়াছে। স্বামী বলিলেন, খুবই খারাপ কথা বলিয়াছে! হে আমীরুল মুমিনীন! সে তাহার স্ববংশীয়া সকল মেয়ে অপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। কাপড় চোপড়, সংসারের স্বচ্ছলতা সর্বদিক দিয়া সে সকলের উর্দ্ধে আছে। তবে (তাহার এই নালিশের মূল কারণ হইল) তাহার স্বামী পুরাতন (অর্থাৎ বৃদ্ধ) হইয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বল? মহিলা বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) চাবুক হাতে তাহার প্রতি উদ্যত হইলেন এবং তাহাকে কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিলেন, ওহে আপন জানের দুশমন, তাহার মাল খাইয়াছ, তাহার যৌবন শেষ করিয়াছ, তারপর এখন তাহার নিকট যাহা নাই উহার নালিশ করিতে আসিয়াছ? মহিলা বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে (সাজা দিতে) তাড়াহুড়া করিবেন না। খোদার কসম, আমি আর কখনও এরূপ মজলিসে আসিব না। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে তিনটি কাপড় দিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, তোমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি উহার বিনিময়ে এইগুলি লইয়া যাও। সাবধান! আর কখনও এই শেখের বিরুদ্ধে নালিশ করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটি যে কাপড়গুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন সে দৃশ্য যেন এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহা দেখিয়া তুমি যেন তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার না কর। তিনি বলিলেন, আমি তাহা করিব না। তারপর তাহারা চলিয়া গেলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতের (স্বর্ণ) যুগ উহাই যাহাতে আমি রহিয়াছি, অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ। তারপর এমন কাওম পয়দা হইবে যাহারা সাক্ষ্যদানের পূর্বেই কসম খাইবে, সাক্ষ্য না চাহিলেও সাক্ষ্য দিবে এবং বাজারে শোরগোল করিয়া বেড়াইবে। (কান্য)

অপর একজন মহিলা ও তাহার স্বামীর ঘটনা

শা'বী (রহঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি এমন ব্যক্তির শেকায়াত করিতেছি যিনি দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য কেহ যদি তাহার অপেক্ষা বেশী অথবা তাহার ন্যায় আমল করিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। তিনি সারা রাত্র সকাল পর্যন্ত নামায পড়েন, সারা দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা রাখেন। এই পর্যন্ত বলিবার পর তাহার চেহারায় লজ্জার আভাস ফুটিয়া উঠিল অতএব সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে মাফ করিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন, তুমি তো অতি উত্তম প্রশংসা করিয়াছ। আমি তোমাকে মাফ করিলাম। অতঃপর সে যখন ফিরিয়া চলিল তখন হযরত কা'ব ইবনে সূর (রহঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, মেয়ে লোকটি তো আপনার নিকট চরম পর্যায়ে নালিশ করিয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সম্পর্কে নালিশ করিল? কা'ব (রহঃ) বলিলেন, তাহার স্বামী সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, মেয়ে লোকটিকে ডাক। তারপর তাহার স্বামীকে ডাকিলেন। স্বামী উপস্থিত হইলে তিনি কা'ব (রহঃ)কে বলিলেন, তুমি ইহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও। কা'ব (রহঃ) বলিলেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি ফয়সালা করিব? তিনি বলিলেন, যেহেতু তুমি এমন জিনিষ বুঝিতে পারিয়াছ যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং কা'ব (রহঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

অর্থ ঃ তবে অন্যান্য নারী হইতে যাহারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করিয়া লও, দুই দুইটি, তিন তিনটি এবং চারি চারিটি নারীকে।'

অতএব তিন দিন রোযা রাখিবে এবং একদিন তাহার (অর্থাৎ স্ত্রীর) নিকট রোযা পরিত্যাগ করিবে। আর তিন রাত্র নামাযে কাটাইবে এবং এক রাত্র তাহার (স্ত্রীর) নিকট যাপন করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) এই ফয়সালা শুনিয়া বলিলেন, এই ফয়সালা তো আমার নিকট (স্ত্রীলোকটির) পূর্বোক্ত বক্তব্য অপেক্ষা বেশী আশ্চর্যজনক লাগিতেছে। সুতরাং তিনি তাহাকে বসরার কাজী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। (ইবনে সা'দ)

www.BANGLAKITAB.com

শা'বী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মেয়েলোকটিকে বলিলেন, সত্য বল, সত্য বলিতে কোন অসুবিধা নাই। সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি একজন মেয়ে মানুষ, মেয়েদের যেরূপ বাসনা হয় আমারও তো সেরূপ বাসনা হয়।

কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার স্বামী রাত্রভর নামায পড়েন ও দিন ভর রোযা রাখেন। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বলিতে চাও যে, আমি তাহাকে রাত্রে নামায পড়িতে ও দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করি? মেয়েলোকটি চলিয়া গেল। তারপর আবার আসিয়া পূর্বের ন্যায় বলিল। তিনিও তাহাকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। কা'ব ইবনে সূর (রহঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, ইহার হক আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ হক? কা'ব (রহঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার (স্বামীর) জন্য চার বিবাহ হালাল করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে চারজনের একজন হিসাব করিয়া প্রত্যেক চার রাত্রির একরাত্রি ইহার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। আর প্রত্যেক চার দিনের একদিন ইহাকে দান করুন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক চার রাত্রির একরাত্রি তাহার নিকট যাপন করিবে ও প্রত্যেক চারদিনের একদিন রোযা পরিত্যাগ করিবে। (কানয)

হযরত আবু গারযাহ (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবু গারযাহ (রাঃ) হযরত ইবনে আরকাম (রাঃ)এর হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের স্ত্রীর নিকট লইয়া গেলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমাকে অপছন্দ কর? স্ত্রী বলিল, হাঁ। হযরত ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত আবু গারযাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমাকে ধরিয়া আনিয়া আপনার স্ত্রীর এই জবাব কেন শুনাইলেন? তিনি বলিলেন, কারণ তাহার দরুন আমাকে লোকজনের বহু কথা শুনিতে হইতেছে। হযরত ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া ঘটনা বলিলেন। তিনি আবু গারযাহ (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন করিলে? তিনি জবাব দিলেন, তাহার দরুন আমাকে লোকজনের অনেক কথা শুনিতে হইতেছে বিধায়

এরূপ করিয়াছি। তিনি তাহার স্ত্রীকে ডাকাইলেন। তাহার সহিত তাহার এক অপরিচিতা ফুফু আসিল এবং ফুফু তাহাকে এই কথা শিখাইয়া দিল যে, তোমাকে এইরূপ জবাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, আমাকে তিনি ক্বসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কাজেই আমি মিথ্যা বলা ভাল মনে করি নাই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই তোমাদের (এরূপ পরিস্থিতিতে) মিথ্যা বলা উচিত বরং স্পষ্ট ও পরিস্কার ভাষায় না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা উচিত (যাহাতে ক্বসমও ভঙ্গ না হয় আবার পরস্পর ঝগড়া বিবাদেরও সূত্রপাত না হয়)। কারণ সব ঘর মুহাব্বাতের উপর কায়েম হয় না, তবে ইসলামী ও বংশীয় শরাফত বজায় রাখিয়া সাংসারিক আচার আচরণ করা উচিত। (কানয)

হযরত আতেকাহ বিনতে যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আতেকাহ বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাহাকে অত্যাধিক ভালবাসিতেন। অতএব তিনি তাহাকে এই শর্তে একটি বাগান দান করিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করিবেন না। তায়েফের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর শরীরে এক তীর লাগিয়া জখম হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের চল্লিশ দিন পর হঠাৎ সেই জখম হইতে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইল এবং উহাতেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত আতেকা (রাঃ) তাহার শোক প্রকাশার্থে এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَآلَيتُ لاَتَنفَكُّ عَينِى سَخِينَةً   عَلَيكَ وَلاَينفَكُّ جِلدِى اَغبَرا
مَدَى الدَّهرِ مَاغَنَّت حَمَامَةُ اَيكَة   وَمَاتَرِدُّ اللَّيلُ الصَّبَاحَ المُنَوَّرا

অর্থাৎ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার চক্ষুদ্বয় তাহার জন্য উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিবে ও আমার শরীর ধুলিময় থাকিবে। যতদিন কবুতর গাছের

www.BANGLAKITAB.com

ডালে গাইবে ও যতদিন রাত্রি আলোকজ্জ্বল সকালকে বিতাড়ন করিতে থাকিবে।

ইহার কিছু দিন পর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আতেকা (রাঃ) বলিলেন, আব্দুল্লাহ্ আমাকে একটি বাগান দিয়াছেন এই শর্তে যে, আমি যেন তাহার পর অন্য স্বামী গ্রহণ না করি। তাহার কি হইবে? তিনি বলিলেন, তুমি এই বিষয়ে ফতোয়া তলব কর। আতেকা (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট এই বিষয়ে ফতোয়া চাহিলে তিনি বলিলেন, বাগান তাহার পরিবারের নিকট ফেরৎ দিয়া তুমি স্বামী গ্রহণ কর। সুতরাং (ফতোয়া অনুযায়ী) হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বিবাহ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবাকে ওলীমার দাওয়াত করিলেন। তন্মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর (রাঃ)এর সহিত ভাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। (ওলীমার দাওয়াত উপলক্ষে আসিয়া) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমাকে আতেকার সহিত কথা বলিবার অনুমতি দিন। তিনি বলিলেন, বলিতে পার। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আতেকা—

وَاَلَيْتُ لَا تَنْفَكُّ عَيْنِيْ سَخِيْنَةً عَلَيْكِ وَلَا يَنْفَكُّ جِلْدِيْ اَصْفَرُ

অর্থাৎ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার চক্ষুদ্বয় তোমার জন্য উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিবে ও আমার শরীর ধুলিময় থাকিবে।

ইহা শুনিয়া আতেকা (রাঃ) সজোরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন, তুমি আমার প্রতি আমার পরিবারের মন নষ্ট করিয়া দিও না। (কান্য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত মাইমুনাহ (রাঃ)এর বাঁদী নুদ্‌বাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত মাইমুনাহ্ (রাঃ) আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট পাঠাইলেন। আমি তাহার ঘরে যাইয়া দেখিলাম, সেখানে দুইটি পৃথক বিছানা। আমি হযরত

মাইমুনাহ্ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আমার মনে হয় ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হযরত মাইমুনাহ্ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে তিনি বলিলেন, আমার ও তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ছেদ হয় নাই, তবে আমি ঋতুমতী হইয়াছি। হযরত মাইমুনাহ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইতে বিমুখ হইতেছ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঋতুমতি যে কোন স্ত্রীর সহিত এইরূপে এক বিছানায় শুইতেন যে, স্ত্রীর হাটু অথবা উরু পর্যন্ত একটি কাপড়ের টুকরা বাঁধা থাকিত। (কান্য)

বাঁদীর সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার চাচাত ভাইয়ের ব্যবহার

ইকরামাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাহার চাচাত ভাই এই দুইজনের মধ্যে কে অপরজনের জন্য খানা তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। তাহাদের সম্মুখে বাঁদী কাজ করিতেছিল, এমতাবস্থায় তাহাদের একজন বাঁদীকে বলিলেন, এই যানিয়াহ! (অর্থাৎ ব্যাভিচারিণী) অপর জন বলিলেন, এ কেমন কথা! যদি সে দুনিয়াতে তোমাকে ইহার সাজা দেওয়াইতে না পারে তবে আখেরাতে দেওয়াইবে। প্রথম জন বলিলেন, আচ্ছা যদি সে এই রকমই হইয়া থাকে? অপরজন বলিলেন, (তথাপি) আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল স্বভাব ও অশ্লীল ভাষীকে ভালবাসেন না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)ই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল স্বভাব ও অশ্লীল ভাষীকে ভালবাসেন না। (বুখারী আদব)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর স্ত্রী ও তাহার বাঁদীর ঘটনা

আবু ইমরান ফিলিস্তিনী (রহঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর স্ত্রী তাহার মাথার উকুন মারিতেছিলেন, এমতাবস্থায় নিজ বাঁদীকে ডাকিলেন। সে আসিতে দেরী করিলে বলিলেন, এই যানিয়াহ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী)! হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি তাহাকে যেনা করিতে দেখিয়াছ? স্ত্রী বলিলেন

WWW.BANGLAKITAB.COM

না। তিনি বলিলেন, খোদার ক্বসম, কেয়ামতের দিন ইহার জন্য তোমাকে আশি দোররা মারা হইবে। স্ত্রী ইহা শুনিয়া বাঁদীর নিকট মাফ চাহিলে সে মাফ করিয়া দিল। হযরত আম্র (রাঃ) বলিলেন, সে তোমার অধীন, তোমাকে মাফ করিবে না তো কি করিবে? বরং তাহাকে (দাসত্ব হইতে) মুক্ত করিয়া দাও। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি যথেষ্ট হইবে? তিনি বলিলেন, হয়ত বা। (ইবনে আসাকির)

সাহাবা (রাঃ)দের আচার-ব্যবহারের আরো কয়েকটি ঘটনা

আবুল মুতাওয়াক্কিল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর এক হাবশী বাঁদী কাজ কর্মে তাহার পরিবারস্থ লোকদেরকে পেরেশান করিলে তিনি একদিন তাহাকে মারিবার জন্য চাবুক উঠাইলেন এবং বলিলেন, (আখেরাতে) বদলা দিবার ভয় না হইলে তোকে অবশ্যই মারিতাম। তবে আমি তোকে এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া দিব যে আমাকে তোর মূল্য পরিশোধ করিয়া দিবে। যা, তোকে আল্লাহ্র জন্য মুক্ত করিয়া দিলাম। (আবু নুআঈম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়েস অথবা ইবনে আবি কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর শাম দেশে আগমনের সময় তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর সহিত আমিও ছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, আযরাআত এলাকার খেলোয়াড়গণ তাহাকে স্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে তাহার সম্মুখে তরবারী ও বল্লমের খেলা প্রদর্শন করিতেছে। তিনি বলিলেন, ইহা কি? ইহাদিগকে ফিরাইয়া দাও, নিষেধ কর। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, ইহা আজমীদের রীতি। আপনি যদি তাহাদিগকে ইহা করিতে নিষেধ করেন তবে তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদের সহিত যে শান্তি চুক্তি হইয়াছে আপনি তাহা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তবে আবু ওবায়দার কথামত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। (অর্থাৎ তাহাদিগকে খেলিতে দাও। আমরা আবু ওবায়দার কথাই মানিয়া লইলাম।) (ইবনে আসাকির)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ) দৌড় প্রতিযোগিতা করিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)

অগ্রগামী হইলেন, এবং বলিলেন, রব্বে কা'বার ক্বসম, আমি আপনার উপর বিজয়ী হইয়াছি। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সহিত পুনরায় প্রতিযোগিতা করিলে তিনি অগ্রগামী হইলেন এবং বলিলেন, রব্বে কা'বার ক্বসম, আমি তোমার উপর জয়ী হইয়াছি। (কান্য)

সুলাইম ইবনে হানযালাহ্ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নিকট তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিলাম। কথা-বার্তা শেষে তিনি উঠিয়া চলিলে আমরাও তাহার সহিত উঠিয়া চলিলাম। পথে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, (এইভাবে চলার দরুন) যে অগ্রভাগে হাটে তাহার (দ্বীনের) জন্য ইহা ফেৎনাস্বরূপ আর যাহারা পশ্চাতে হাটে তাহাদের জন্য ইহা যিল্লাত বা অপমানকর? (কান্য)

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, বর্তমান যুগে লোকদের কি অপরূপ ব্যবহার! আমি সফর করিয়াছি তো, খোদার ক্বসম, যাহার বাড়ীতেই গিয়াছি মনে হইয়াছে যেন আপন ভাইয়ের ঘরে গিয়াছি। তারপর সে তাহাদের আদর আপ্যায়নের কথা বলিল। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ভাতিজা, ইহা ঈমানের সজীবতার পরিচয়। তুমি কি দেখ নাই যে, জানোয়ারের উপর যখন বোঝা চাপানো হয় তখন উহা কিরূপ দ্রুতগতিতে চলে, কিন্তু দীর্ঘপথ চলার পর তাহার গতি আবার ধীর হইয়া পড়ে? (আবু নুআঈম)

হাইয়া বিনতে হাইয়া (রহঃ) বলেন, দ্বিপ্রহরের সময় এক ব্যক্তি আমার ঘরে আসিল। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, তোমার কি দরকার? সে বলিল, আমি ও আমার সঙ্গী আমাদের একটি উট তালাশ করিতে আসিয়াছি। আমার সঙ্গী তালাশ করিতে গিয়াছে, আর আমি ছায়ায় বসিবার ও কিছু পানীয় পান করিবার উদ্দেশ্যে এইখানে আসিয়াছি। হাইয়া (রহঃ) বলেন, আমার নিকট সামান্য কিছু টক দুধ ছিল। আমি তাহাকে তাহা পান করাইলাম এবং আমি তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলাম। অতএব জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, তুমি কে? বলিলেন, আবু বকর। আমি বলিলাম, আমি যাহার সম্পর্কে শুনিয়াছি আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সেই আবু

WWW.BANGLAKITAB.COM

বকর? তিনি বলিলেন, হাঁ। তারপর আমি তাহার সহিত জাহিলিয়াত যুগে আমাদের খাসআম গোত্রের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আলোচনা করিয়া বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা এখন কিরূপ মিল মুহাব্বাত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দা, মানুষের মধ্যে কতদিন এরূপ অবস্থা বিরাজ থাকিবে? তিনি বলিলেন, যতদিন ইমামগণ সঠিক পথে চলিতে থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইমামের কি অর্থ? তিনি বলিলেন, দেখিতেছ না, গোত্রের মধ্যে সরদারকে লোকেরা মান্য করে ও অনুসরণ করিয়া চলে? ইহারাই সেই ইমাম, যতক্ষণ সঠিক পথে চলিবে। (কান্য)

হারিস ইবনে মুআবিয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শামবাসীকে কেমন রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি তাহাদের ভাল অবস্থা বর্ণনা করিলে হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা হয়ত মুশরিকদের সহিত উঠাবসা করিয়া থাক? তিনি উত্তর দিলেন, না, আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা যদি তাহাদের সহিত উঠা-বসা কর, তবে তাহাদের সহিত খাইবে পান করিবে। আর যতদিন তোমরা এমন না করিবে ততদিন ভাল থাকিবে। (কান্য)

আয়ায (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে যাহা কিছু তিনি লইয়াছেন ও দিয়াছেন, একটি চামড়ার মধ্যে উহার হিসাব লিখিয়া পেশ করিতে বলিলেন। হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর একজন নাসরানী (খৃষ্টান) মুনসী ছিল। সে উহা লিখিয়া পেশ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি তো হিসাবে ভারী পাকা? আচ্ছা তুমি কি মসজিদে যাইয়া শাম দেশ হইতে আগত আমাদের একটি চিঠি পড়িয়া শুনাইতে পার? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, সে মসজিদে যাইতে পারিবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি নাপাক যে, মসজিদে যাইতে পারিবে না? তিনি বলিলেন, না, বরং সে নাসরানী (অর্থাৎ খৃষ্টান)। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করিলেন এবং আমার উরুর পর চাপড় মারিলেন। তারপর বলিলেন, ইহাকে বাহির

করিয়া দাও। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর বন্ধু আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয় সে তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সে সমস্ত লোককে সুবুদ্ধি দান করেন না, যাহারা নিজেদের অনিষ্ট করিতেছে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে

আদত-অভ্যাস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত-অভ্যাস

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষত্রুটি বাহির করিতেন না। ইচ্ছা হইলে খাইতেন, নতুবা পরিত্যাগ করিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বকরীর সামনের পায়ের গোশত অধিক প্রিয় ছিল। (ইবনে আসাকির)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের পায়ের গোশত অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তিনি বলেন, আর এই সামনের পায়ের অংশেই তাঁহার জন্য বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ইহুদীরাই এই বিষ মিশ্রিত করিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইত। (তিরমিযী)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিলেন, আমরা তাঁহার জন্য একটি বকরি জবাই করিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদিগকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, ইহারা যেন জানিতে পারিয়াছে যে, আমরা গোশত পছন্দ করি। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ হইয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। একবার তাঁহার নিকট খানা আনা হইলে অথবা বলিয়াছেন, তাঁহাকে দাওয়াত করা হইলে আমি পাত্র মধ্য হইতে কদু তালাশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিতে লাগিলাম। কারণ আমি জানিতাম, তিনি কদু অত্যন্ত পছন্দ করেন। (তিরমিযী)

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়ার পর তিনটি আঙ্গুল চাটিয়া লইতেন। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনের উপর বসিয়া খাইতেন, বকরীর দুধ দোহন করিতেন এবং যবের রুটির উপর একজন গোলামের দাওয়াতও গ্রহণ করিতেন। (কান্য)

ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর পক্ষ হইতে প্রত্যহ বড় এক পেয়ালা সারীদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিত। তিনি যেদিন যে বিবির ঘরে থাকিতেন সেদিন সেখানে উহা পৌঁছিত। (ইবনে আসাকির)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বকরি দোহন করা হইল। তিনি উহা পান করিলেন এবং তারপর পানি দ্বারা কুলি করিয়া বলিলেন, ইহাতে একপ্রকার চর্বি লাগিয়া থাকে। (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মনযিলে অবতরণ করিলেন। একজন মহিলা নিজের ছেলেকে দিয়া তাঁহার নিকট একটি বকরী পাঠাইল। তিনি উহা দোহন করিয়া বলিলেন, যাও, তোমার মাকে দিয়া আস। উক্ত মহিলা উহা পেট ভরিয়া পান করিল। অতঃপর আরেকটি বকরী আনিল। তিনি উহা দোহন করিয়া হযরত আবু

বকর (রাঃ)কে পান করাইলেন। তারপর সে আরেকটি বকরী আনিল। তিনি উহা দোহন করিয়া নিজে পান করিলেন। (কান্য)

হযরত ইবরাহীম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতকে খাওয়া, পান করা, অযূ করা এবং অন্যান্য এ জাতীয় কাজের জন্য ব্যবহার করিতেন, আর বাম হাতকে এস্তেন্‌জা, নাক পরিষ্কার করা এবং অন্যান্য এ জাতীয় কাজের জন্য ব্যবহার করিতেন। (কান্য)

জা'ফর ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাকাম ইবনে রাফে' (রহঃ) বলেন, আমার বালক বয়সে একদিন হযরত হাকাম (রাঃ) আমাকে পাত্রের এখান ওখান হইতে খাইতে দেখিয়া বলিলেন, হে বালক, তুমি এইভাবে শয়তানের ন্যায় খাইও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইতেন তখন তাঁহার আঙ্গুল নিজ সম্মুখ হইতে অতিক্রম করিত না। (আবু নুআঈম)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক খাওয়ার আদাব ও উহার প্রথমে বিসমিল্লাহ শিক্ষা দান

হযরত ওমর ইবনে আবি সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাইতে বসিয়া পাত্রের চতুর্দিক হইতে গোশত টানিয়া খাইতে ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার সম্মুখ হইতে খাও। (কান্য)

হযরত উমাইয়া ইবনে মাখশী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, বিসমিল্লাহ্ না পড়িয়া খাইতেছে। যখন তাহার মাত্র এক লোকমা বাকী রহিল তখন সে উহা মুখে দিতে যাইয়া বলিল, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন এযাবৎ শয়তান তোমার সহিত খাইতেছিল, কিন্তু যেই তুমি বিসমিল্লাহ্ পড়িয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে শয়তান যাহা কিছু তাহার পেটের ভিতর ছিল সবটাই বমি করিয়া ফেলিয়াছে।

অপর হাদীসে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তুমি বিসমিল্লাহ্ পড়িবা মাত্র সে তাহার পেটের সবকিছু ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসুললুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় একটি বড় পেয়ালা আনিয়া সামনে রাখা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত গুটাইয়া রাখিলেন, আমরাও স্বস্বহাত গুটাইয়া রাখিলাম। আমাদের নিয়ম এই ছিল যে, যতক্ষণ তিনি হাত না বাড়াইতেন, আমরা বাড়াইতাম না। এমন সময় একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এরূপভাবে উপস্থিত হইল যেন তাহাকে কেহ তাড়াইয়া আনিয়াছে। সে খাইবার জন্য পেয়ালার দিকে ঝুকিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর একটি মেয়ে এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল যেন কেহ তাহাকে ধাক্কা দিয়া লইয়া আসিয়াছে। সেও খাবারের মধ্যে হাত দিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, যখন বিসমিল্লাহ্ না পড়া হয় তখন শয়তান তাহাদের খানা নিজের জন্য হালাল মনে (করিয়া খাইতে আরম্ভ) করে। শয়তান যখন দেখিল আমরা বিরত রহিয়াছি, তখন সে উহা খাইবার জন্য এই মেয়েকে লইয়া আসিল, আর আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তারপর সে উহা খাইবার জন্য এই গ্রাম্য লোকটিকে লইয়া আসিল, আর আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, এই দুইজনের হাতের সহিত তাহার হাত এখন আমার হাতের মধ্যে রহিয়াছে। (নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় জনের সহিত বসিয়া খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া দুই লোকমায় তাহাদের সম্মুখের সকল খানা খাইয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র নাম লইত তবে এই খানা ইহাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। তোমাদের কেহ যখন খানা খায় তখন সে আল্লাহর নাম লইবে। যদি সে ভুলিয়া যায় এবং পরে স্মরণ হয় তবে এরূপ বলিবে, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু। (কান্য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দাওয়াত খাওয়ার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুস্র (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমার পিতার নিকট আসিয়া সওয়ারী হইতে নামিলেন। আমার পিতা তাহার জন্য খানা অর্থাৎ ছাতু ও হাইস (ঘী, পনীর ও খেজুর দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার হালুয়া বিশেষ) আনিলেন। তিনি উহা খাইলেন। তারপর পানীয় আনিলে তিনি উহা পান করিয়া ডান পাশের ব্যক্তিকে দিলেন। তিনি যখন খেজুর খাইতেন তখন উহার দানা এইভাবে ফেলিতেন। বর্ণনাকারী আঙ্গুলের পিঠে লইয়া ফেলিবার কায়দা দেখাইয়া দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সওয়ারীর পিঠে চড়িলেন তখন আমার পিতা তাহার খচ্চরের লাগাম ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, তাহাদিগকে যাহা কিছু রিযিক দিয়াছেন উহাতে তাহাদের জন্য বরকত দান করুন ও তাহাদেরকে মাফ করুন এবং তাহাদের উপর রহম করুন। (আবু নুআঈম)

হাকেম হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুস্র (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার মাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যদি কিছু খানা তৈয়ার করিতে? অতএব তিনি সারীদ তৈয়ার করিলেন। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিয়া আনিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত মুবারক খানার চূড়ার উপর রাখিয়া বলিলেন, বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইতে আরম্ভ কর। সুতরাং সকলে উহার চারিপাশ দিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। খাওয়া শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ رِزْقِهِمْ

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্ ইহাদিগকে মাফ করিয়া দিন ও ইহাদের উপর রহম করুন এবং ইহাদের রিযিকে ইহাদের জন্য বরকত দান করুন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

খাওয়ার হক্ ও উহার শোকর

ইবনে আ'বাদ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আ'বাদ, তুমি কি জান, খানার হক্ কি? আমি বলিলাম, উহার হক্ কি? তিনি বলিলেন, তুমি (খাওয়ার শুরুতে) বলিবে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا

তারপর বলিলেন, খাওয়া শেষে উহার শোকর কি, জান? আমি বলিলাম, উহার শোকর কি? তিনি বলিলেন, খাওয়া শেষে তুমি বলিবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন। (আবু নুআঈম, বাইহাক্বী)

খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর আদত

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া ও পান করা হইতে পরহেয করিবে। কারণ উহা স্বাস্থ্য নষ্ট করে ও রোগ সৃষ্টি করে এবং নামাযে অলসতা আনে। খাইতে ও পান করিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে। কারণ উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ও এসরাফ অর্থাৎ অপব্যয় হইতে দূরে রাখিবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা সেই আলেমকে ঘৃণা করেন, যে মোটা (হইবার ফিকিরে থাকে)। মানুষ তখনই ধ্বংস হয় যখন সে তাহার দ্বীনের উপর খাহেশকে প্রাধান্য দেয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আবূ মাহযূরাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বড় এক পেয়ালা খানা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কিছু মিসকীন ও তাহার আশে পাশে উপস্থিত লোকদের গোলামদিগকে ডাকিয়া লইলেন। তারপর তিনিও খাইলেন এবং তাহার সহিত তাহারাও খাইল। খাওয়ার সময় তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ঐসকল লোকদিগকে পাকড়াও করেন অথবা বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সকল লোকদিগকে ধ্বংস করেন

যাহারা তাহাদের গোলামদের সহিত খাইতে ঘৃণা করে। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমরা তাহাদের সহিত খাইতে ঘৃণা করি না, তবে আমরা নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দেই; কারণ আমরা এত পরিমাণ ভাল খাবার পাই না যে, নিজেরাও খাই আর তাহাদিগকেও খাওয়াই। (ইবনে আসাকির)

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের আদত-অভ্যাস

মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন জুহফায় অবতরণ করিলেন তখন ইবনে আমের ইবনে কুরাইয (রাঃ) তাহার রুটি পাকাইতে অভিজ্ঞ গোলামকে বলিলেন, ইবনে ওমরের নিকট তোমার খানা লইয়া যাও। সে বড় এক পেয়ালা খানা আনিলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাখ। তারপর সে আরেক পেয়ালা আনিল এবং চাহিল যে, পূর্বেরটা উঠাইয়া লইবে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি করিতেছ? সে বলিল, আমি পূর্বেরটা উঠাইয়া লইতে চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, উহা রাখ এবং ইহা উহার মধ্যে ঢালিয়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এইরূপে সে যতবারই আনিল পূর্বেরটার মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অতঃপর গোলাম ইবনে আমের (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিল, লোকটি অভদ্র ও গেঁয়ো। ইবনে আমের (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, (তুমি তাঁহাকে না চিনার দরুন অভদ্র ও গেঁয়ো বলিতেছ) ইনি তোমার সরদার! ইনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)। (আবু নুআঈম)

আব্দুল হামীদ ইবনে জা'ফর (রাঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আনারের এক একটি দানা লইয়া সম্পূর্ণটাই খাইয়া ফেলিতেন। (অর্থাৎ ভিতরের বিচি ফেলিতেন না।) তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি এরূপ কেন করেন? তিনি বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, যমীনের বুকে প্রত্যেক আনারের ভিতর বেহেশতী আনারের একটি করিয়া বীজ থাকে। সুতরাং আমি যে দানা খাইতেছি, হয়ত বা উহার ভিতরেই সেই বীজ হইবে! (আবু নুআঈম)

যায়েদ ইবনে সাওহান (রহঃ)এর গোলাম সালিম বলেন, আমি আমার মুনিব যায়েদ ইবনে সাওহান (রহঃ)এর সহিত বাজারে ছিলাম, এমন সময়

www.BANGLAKITAB.com

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এক অসাক (প্রায় পাঁচ মণ পরিমাণ) খাদ্যশষ্য খরিদ করিয়া আমাদের নিকট দিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। যায়েদ (রহঃ) বলিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হইয়া এই কাজ করিতেছেন? (অর্থাৎ এত পরিমাণ খাদ্য শষ্য একবারে খরিদ করিয়া মজুত করিতেছেন?) তিনি বলিলেন, (মানুষের) নফস যখন তাহার রিযিক জমা করিয়া লয় তখন সে শান্ত হইয়া যায় এবং এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যায়, আর মনের ওয়াস ওয়াসাও দূর হইয়া যায়। (আবু নুআঈম)

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজ হাতে উপার্জন করিয়া খাইতে পছন্দ করি। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট পনেরটি খেজুর ছিল। পাঁচটি দ্বারা ইফতার করিয়াছি এবং পাঁচটি দ্বারা সেহরী খাইয়াছি। আর পাঁচটি আবার ইফতারের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। (আবু নুআঈম)

হযরত আলী (রাঃ)এর গোলাম কাসেম ইবনে মুসলিম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) একবার পানি আনিতে বলিলেন। আমি একটি পেয়ালায় পানি আনিলাম। (পানির উপর ময়লা দেখিয়া) আমি উহাতে ফু দিলাম। তিনি সেই পানি ফেরৎ দিলেন ও উহা পান করিতে অস্বীকার করিলেন। এবং বলিলেন, তুমিই উহা পান কর। (ইবনে সা'দ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের পোষাকের ব্যাপারে আদত-অভ্যাস

পোষাকের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)এর আদত-অভ্যাস

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, আমি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে একটি শাম দেশীয় জুব্বা দেখিয়াছি, যাহার আস্তিন সংকীর্ণ ছিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত জুন্দুব ইবনে মাকীস (রাঃ) বলেন, কোন প্রতিনিধি দল আসিলে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উত্তম কাপড় পরিধান

করিতেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদিগকেও এরূপ পরিধান করিতে বলিতেন। অতএব যখন কিন্দার প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল তখন আমি তাঁহার পরিধানে একটি ইয়ামানী চাদর দেখিয়াছি এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)ও সেদিন অনুরূপ কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) পায়ের অর্ধ গোছ পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করিতেন। এবং বলিতেন আমার প্রিয় (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গিও এই পর্যন্ত থাকিত। (তিরমিযী)

আশআস ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, আমি আমার ফুফুকে তাহার চাচার নিকট হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একবার মদীনার রাস্তায় হাটিতেছিলাম, এমন সময় কে একজন আমাকে পিছন হইতে বলিতে লাগিল, লুঙ্গি উপরে উঠাও, কারণ ইহাতে কাপড় (বাহ্যিক নাপাক ও অভ্যন্তরীণ নাপাক তথা অহংকার আত্মাভিমান ইত্যাদি হইতে) অধিক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং (মাটিতে গড়াইয়া তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা) অধিক টিকসই হইবে। ফিরিয়া দেখিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইহা একটি (সস্তা ও) সাধারণ চাদর। (ইহাতে অহংকারই বা কি হইবে আর ছিড়িয়া গেলেই বা কি হইবে।) তিনি বলিলেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নাই? আমি চাহিয়া দেখিলাম, তাহার লুঙ্গি অর্ধ গোছ পর্যন্ত।

নবী করীম (সাঃ)এর পোষাক সম্পর্কে সাহাবা(রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদিগকে একটি তালিযুক্ত চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, এই দুই কাপড়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়াছে। (তিরমিযী)

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কামীস সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। (তিরমিযী)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের জামার আস্তিন হাতের কবজা পর্যন্ত ছিল।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় কাল রংয়ের পাগড়ী ছিল।

হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার লোকদেরকে খোতবা দিবার সময় মাথায় কাল রংয়ের পাগড়ী পরিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাথায় তৈলাক্ত কাপড়ের পট্টি বাঁধা অবস্থায় লোকদিগকে খোতবা দিয়াছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পাগড়ী বাঁধিতেন তখন উহার শামলা পিছনের দিকে উভয় কাধের মাঝে ঝুলাইয়া দিতেন। নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও এইরূপ করিতেন। নাফে' (রহঃ)এর শাগরেদ আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পৌত্র) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ)কে এবং (হযরত ওমর (রাঃ)এর পৌত্র) সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ)কেও এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। (তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ)এর বিছানা

হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহার বিছানা খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হাসান ইবনে আরাফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন আনসারী মহিলা আমার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা শুধুমাত্র দুইভাজ করা তাঁহার একটি আবা। তিনি ফিরিয়া যাইয়া পশম ভরা একটি বিছানা আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক আনসারী মহিলা আমার ঘরে আসিয়া

আপনার বিছানা দেখিয়া যাইয়া ইহা পাঠাইয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহা ফেরৎ দিয়া দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি উহা ফেরৎ দিলাম না, বরং আমার মনে চাহিল যে, উহা আমার ঘরে থাকুক। তিনি তিনবার আমাকে ফেরৎ দিবার কথা বলিলেন, তারপর বলিলেন, হে আয়েশা উহা ফেরৎ দিয়া দাও। খোদার কসম, আমি যদি চাহিতাম তবে আল্লাহ তায়ালা আমার সহিত স্বর্ণ-রূপার পাহাড় চালাইয়া দিতেন। (ইবনে সা'দ)

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, খেজুর ছাল ভরা একটি চামড়ার তোষক। হযরত হাফসা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, একটি কম্বল যাহা দুই ভাজ করিয়া লইতাম। তিনি উহার উপর শয়ন করিতেন। একবার আমি ভাবিলাম, যদি চার ভাজ করিয়া দেই তবে তাঁহার জন্য অধিক আরামদায়ক হইবে। সুতরাং চার ভাজ করিয়া বিছাইয়া দিলাম। সকাল বেলা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে আমার জন্য কি বিছাইয়া ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার পূর্বেকার বিছানাই ছিল, তবে আমরা উহা চার ভাজ করিয়া দিয়াছিলাম। ভাবিলাম আপনার জন্য আরামদায়ক হইবে। তিনি বলিলেন, উহা পূর্বাবস্থায় রাখ। কারণ উহা নরম ও আরামদায়ক হওয়ার দরুন আমার রাত্রের নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। (তিরমিযী)

নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি একবার নতুন কাপড় আনাইয়া পরিধান করিলেন। যখন উহা গলার মধ্যে ঢুকাইলেন, তখন এই দোয়া পড়িলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে এই পোষাক পরিধান করাইয়াছেন, যাহা দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকি এবং এই দুনিয়ার

WWW.BANGLAKITAB.COM

যিন্দিগীতে সাজ–সজ্জা করি।

তারপর বলিলেন, সেই পাক যাতের ক্বসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যে কোন মুসলমান নতুন কাপড় পরিধান করিয়া এই দোয়া পড়িবে যাহা আমি পড়িয়াছি। অতঃপর তাহার পুরাতন কাপড় যাহা খুলিয়া ফেলিয়াছে তাহা কোন গরীব মুসলমানকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পরাইয়া দিবে সে আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজত ও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে ও আল্লাহর আশ্রয়ে থাকিবে, যতদিন উহার একটি সূতাও তাহার শরীরে অবশিষ্ট থাকিবে। (দাতা) জীবিত থাক বা মারা যাক, জীবিত থাক বা মারা যাক, জীবিত থাক বা মারা যাক। (তাবরানী, হাকেম, বাইহাক্বী)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক পায়জামা পরিহিতার জন্য দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার বৃষ্টির দিনে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাকী' (মদীনার গোরস্তান)এর নিকট বসিয়াছিলাম। সম্মুখ দিয়া ভাড়া করা গাধায় চড়িয়া একজন মহিলা যাইতেছিল। তাহার সহিত গাধার মালিকও ছিল। হঠাৎ গাধার পা গর্তের মধ্যে পড়ার দরুন মহিলাটি গাধার পিঠ হইতে পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মহিলাটি পায়জামা পরিহিতা। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ্ আমার উম্মতের পায়জামা পরিহিতাগণকে মাফ করিয়া দিন। হে লোকেরা, তোমরা পায়জামা পরিধান কর। কারণ উহা তোমাদের বস্ত্রাদির মধ্যে অধিক পর্দার জিনিষ। আর তোমাদের মেয়েরা যখন বাহিরে বাহির হয় তখন তাহাদিগকে উহা দ্বারা আবৃত কর। (বায্যার)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হযরত দেহইয়া (রাঃ)কে কাপড় দান

হযরত দেহইয়া ইবনে খালীফা কালবী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হেরাকল বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কুবতী অর্থাৎ একপ্রকার সাদা ও পাতলা মিসরীয় কাপড় দান করিলেন।

এবং বলিলেন, অর্ধেক দ্বারা তুমি কোর্তা বানাইয়া লইও আর অর্ধেক তোমার স্ত্রীকে দিও, ওড়না হিসাবে ব্যবহার করিবে। তিনি উহা লইয়া রওয়ানা হইলে পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহাকে বলিও যেন উহার নীচে অন্য কাপড় ব্যবহার করে যাহাতে শরীর দেখা না যায়। (ইবনে আসাকির)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)কে কাপড় দান

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দেহইয়া (রাঃ)কে যে কাপড় দিয়াছিলেন, উহা হইতে আমাকেও এক টুকরা দিয়াছিলেন। আমি উহা আমার স্ত্রীকে দিয়া দিলাম। পরে আমার পরিধানে সে কাপড় না দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, কি ব্যাপার, তুমি সেই কুবতী কাপড় পরিধান কর না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি উহা আমার স্ত্রীকে দিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, তবে তাহাকে উহার নীচে অন্য কাপড় ব্যবহার করিতে বলিও। কারণ আমার আশঙ্কা হয় উহাতে তাহার শরীরের হাড় দেখা যাইতে পারে। (কান্য)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নতুন কাপড় পরিধানের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার আমার কাপড় পরিয়া ঘরের ভিতর হাটিতেছিলাম। আর বার বার উহার আঁচলের দিকে ও কাপড়ের দিকে তাকাইতে ছিলাম। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন এবং বলিলেন, হে আয়েশা, তুমি কি জান না যে, এই মুহূর্তে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না? (আবু নুআঈম)

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার নতুন কামীস পরিয়া বার বার উহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলাম, আর মনে মনে গর্ববোধ করিতেছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? আল্লাহ্ তায়ালা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, তুমি কি জাননা, দুনিয়ার সাজ–সজ্জা দ্বারা বান্দার অন্তরে যখন গর্ব সঞ্চার হয় তখন তাহার পরওয়ার দিগার তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

হন, যতক্ষণ না সে সেই সাজ সজ্জাকে পরিত্যাগ করে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ততক্ষণাৎ উহা খুলিয়া সদকা করিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, হয়ত এই সদকা তোমার গুনাহ্‌কে মিটাইয়া দিবে। (আবু নুআঈম)

হযরত ওমর ও আনাস (রাঃ)এর পোষাকের ব্যাপারে আদত

আব্দুল আযীয ইবনে আবি জামীলাহ আনসারী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর আস্তিন তাহার হাতের কবজি অতিক্রম করিত না। (ইবনে সা'দ)

বুদাইল ইবনে মাইসারাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর দিন একটি সুম্বুলানী কামীস পরিধান করিয়া জুমআর নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। এবং (দেরী হওয়ার দরুন) এই বলিয়া লোকদের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন যে, এই কামীসই আমাকে দেরী করাইয়া দিয়াছে। তিনি উহার আস্তিন টানিয়া সোজা করিতেছিলেন, কিন্তু টানিয়া ছাড়িয়া দিবার পর উহা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছিল। (ইবনে সা'দ)

হেশাম ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে নাভীর উপর লুঙ্গি পরিধান করিতে দেখিয়াছি।

আমের ইবনে ওবাইদাহ বাহেলী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ)কে রেশম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যদি উহা সৃষ্টিই না করিতেন তবে ভাল ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) ও তাঁহার পুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যতীত সকলেই উহা পরিধান করিয়াছেন। (মুনতাখাবে কান্‌য)

মাসরুক (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) একজোড়া সূতী কাপড় পরিধান করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। লোকেরা উহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল। তিনি লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

لا شئ فيما يرى الّا بشاشته يبقى الاله ويودى المال والولد

অর্থঃ 'তুমি যাহা দেখিতেছ, উহার চাকচিক্য বাকী থাকিবে না, শুধু আল্লাহ্ বাকী থাকিবেন, মাল–আওলাদ সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

তারপর বলিলেন, খোদার কসম দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় খরগোশের এক লম্ফ পরিমাণ বৈ নহে। (মুনতাখাবে কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদত

শাদ্দাদ ইবনে হাদের গোলাম আবু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে জুমআর দিন মিম্বারের উপর দেখিয়াছি। তাহার পরনে মোটা আদনী লুঙ্গি ছিল, যাহার দাম চার অথবা পাঁচ দিরহাম হইবে। শরীরে একখানা গেরুয়া রঙের কুফী চাদর ছিল। তিনি মাংসবহুল, দীর্ঘ দাড়ীযুক্ত ও সুশ্রী ছিলেন। (হাকেম)

মূসা ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) জুমআর দিন লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ছিলেন। তাহার পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের দুইটি কাপড় ছিল, একটি লুঙ্গি ও অপরটি চাদর। তিনি এই পোষাকে মিম্বারে আসিয়া বসিতেন। (তাবরানী)

সুলাইম আবু আমের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিধানে একশত দিরহাম মূল্যের একটি ইয়ামানী চাদর দেখিয়াছি। (ইবনে সা'দ)

মুহাম্মাদ ইবনে রাবী আহ্ ইবনে হারিস (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে কাপড় চোপড়ে এতখানি স্বচ্ছলতা দিতেন যাহাতে তাহারা নিজেদের পর্দা ও মান–মর্যাদা ইত্যাদি রক্ষা করিতে ও সাজ–সজ্জা করিতে পারে। অতঃপর বলিয়াছেন যে, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিধানে দুইশত দিরহাম মূল্যের রেশমী পাড়যুক্ত কাপড় দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, এই কাপড়টি নায়েলার। আমিই তাহাকে দিয়াছি। এখন তাহাকে খুশী করিবার জন্য আমি ইহা পরিধান করিয়াছি। (ইবনে সা'দ)

পোষাকের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর আদত

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট বসরা হইতে এক প্রতিনিধি দল আসিল। তন্মধ্যে খারেজী সম্প্রদায়ের জা'দ ইবনে না'জাহ নামক এক ব্যক্তিও ছিল। সে হযরত আলী (রাঃ)কে তাহার পোষাক সম্পর্কে তিরস্কার করিলে তিনি বলিলেন, আমার পোষাকের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? আমার পোষাক তো অহংকার হইতে দূরে ও মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আমর ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আলী

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)কে কেহ বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি জামায় তালি লাগান কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহাতে অন্তরে খুশু' পয়দা হয় ও মুমিনগণ উহা অনুসরণ করিতে পারে। (আবু নুআঈম)

আতা ইবনে আবি মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর পরিধানে এই সকল খদ্দরের আ–ধোয়া জামা দেখিয়াছি। (ইবনে আবি শাইবাহ)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবিল হুযাইল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর পরিধানে রাযী কোর্তা দেখিয়াছি। উহার আস্তিন টানিলে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত আসে, আর ছাড়িয়া দিলে হাতের অর্ধেক পর্যন্ত উঠিয়া যায়। (ইবনে আসাকির)

ইবনে আসাকির হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) কামীস (অর্থাৎ কোর্তা) পরিধান করিতেন। এবং আস্তিন টানিয়া ধরিয়া আঙ্গুল হইতে অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিতেন। আর বলিতেন, হাতের উপর অতিরিক্ত আস্তিনের কোন ফজিলত নাই। (ইবনে আসাকির)

আবু সাঈদ আয্দী (রহঃ) যিনি আম্মাদ এলাকার বিশিষ্ট ইমামদের একজন। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি বাজারে আসিয়া বলিলেন, তিন দিরহাম মূল্যের কামীস কাহার নিকট আছে? একজন বলিল, আমার নিকট আছে। তিনি তাহার নিকট আসিলেন এবং কামীস দেখিয়া পছন্দ করিলেন। বলিলেন, ইহা হয়ত তিন দিরহাম অপেক্ষা অধিক মূল্যের? সে বলিল, না, তিন দিরহামই ইহার মূল্য। আবু সাঈদ আয্দী (রহঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, তিনি পরিধানের কাপড় হইতে দিরহামের থলি খুলিয়া তাহাকে দিলেন। তারপর উহা পরিধান করিয়া দেখিলেন, উহার আস্তিন আঙ্গুল অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। সুতরাং আঙ্গুল হইতে অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলিতে বলিলে উহা কাটিয়া দেওয়া হইল। (আবু নুআঈম)

আবু গুসাইনের একজন গোলাম বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি খদ্দরের পোষাকাদি বিক্রেতাদের একজনের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট সুম্বুলানী জামা আছে কি? সে একটি জামা বাহির করিয়া দিল। তিনি ইহা পরিধান করিয়া দেখিলেন, লম্বায় উহা অর্ধগোছ পর্যন্ত হইয়াছে। তিনি ডানে বামে দেখিয়া বলিলেন, ইহার পরিমাপ সুন্দরই মনে হইতেছে, দাম কত? সে বলিল, চার দিরহাম,

আমীরুল মুমিনীন! তিনি লুঙ্গির খুঁট হইতে দিরহাম বাহির করিয়া দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। (আহমাদ)

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর আদত

সা'দ ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) চার শত অথবা পাঁচশত মূল্যের কাপড়ের জোড়া অথবা চাদর পরিধান করিতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আদত

কারআহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পরিধানে খদ্দরের কাপড় দেখিয়া বলিলাম, হে আবু আব্দির রহমান, আপনি খদ্দরের কাপড় পরিধান করেন, আমি আপনার জন্য খোরাসানের তৈয়ারী মোলায়েম কাপড় আনিয়াছি। আপনি যদি উহা পরিধান করিতেন, তবে দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইতাম। তিনি বলিলেন, আমাকে দেখাও, আগে আমি উহা দেখি। তারপর উহা হাতে লইয়া বলিলেন, ইহা কি রেশমী? আমি বলিলাম, না, ইহা সূতী। তিনি বলিলেন, আমার ইহা পরিধান করিতে ভয় হয়। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি দাম্ভিক ও অহংকারী না হইয়া যাই। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (আবু নুআঈম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুবাইশ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পরিধানে ইয়ামানী দুইটি মাআফিরী কাপড় দেখিয়াছি। আর তাহার কাপড় পায়ের অর্ধগোছ পর্যন্ত ছিল। (আবু নুআঈম)

ওয়াক্বদান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কেমন কাপড় পরিধান করিব? তিনি বলিলেন, এমন কাপড় পরিধান কর যাহাতে বেওকুফগণ তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান না করে এবং ধৈর্যশীলগণ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। সে জিজ্ঞাসা করিল, উহা কেমন? তিনি বলিলেন, পাঁচ হইতে বিশ দিরহাম মূল্যের কাপড়। (আবু নুআঈম)

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে পায়ের অর্ধগোছ পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করিতে দেখিয়াছি। অপর রেওয়ায়াতে আছে,

www.BANGLAKITAB.com

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সাহাবা যেমন উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ), বারা ইবনে আযেব (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, ইহারা পায়ের অর্ধগোছ পর্যন্ত লুঙ্গি পরিধান করিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আদত

ওসমান ইবনে আবি সুলাইমান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক হাজার দিরহামে একটি কাপড় খরিদ করিয়া পরিধান করিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর আদত

কাসীর ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলাম। তিনি বলিলেন, দাঁড়াও, আমি আমার কাপড়ের তালিটা সিলাই করিয়া লই। আমি অপেক্ষা করিলাম এবং বলিলাম, উম্মুল মুমিনীন, আমি যদি বাহিরে যাইয়া লোকদিগকে (আপনার কাপড়ে তালি দেওয়ার কথা) বলি তবে তাহারা আপনাকে কৃপণ মনে করিবে। তিনি বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, তবে যে পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তাহার জন্য নতুনের আনন্দ নাই। (বুখারী–আদব)

আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার নেকাব সিলাই করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার ঘরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, উম্মুল মুমিনীন, আল্লাহ্ তায়ালা কি মাল দৌলতের প্রাচুর্য দান করেন নাই? তিনি বলিলেন, রাখ তোমার কথা, যাহার কাপড় পুরাতন হয় না তাহার নিকট নতুনের কদর হয় না। (ইবনে সা'দ)

পোষাকের ব্যাপারে হযরত আসমা (রাঃ)এর আদত

হিসাম ইবনে মুনযির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুনযির ইবনে যুবাইর (রাঃ) ইরাক হইতে ফিরিবার পর হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)এর নিকট তাহার জন্য খোরাসানের মারো ও কোহের তৈয়ারী উন্নতমানের

পাতলা কাপড় পাঠাইলেন। হযরত আসমা (রাঃ)এর তখন দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত কাপড় হাতে ধরিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন, উফ্! তাহার কাপড় তাহাকে ফেরৎ দিয়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মুনযির (রাঃ)এর জন্য ইহা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, আম্মাজান, ইহা তেমন পাতলা নহে। হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, যদিও তেমন পাতলা নহে তথাপি শরীর (এর ভাজ ইত্যাদি) দেখা যাইবে। সুতরাং তিনি তাহার জন্য মারো ও কোহের তৈয়ারী অন্য কাপড় খরিদ করিয়া দিলে তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। এবং বলিলেন, আমাকে এই রকম কাপড় পরিধান করাও। (ইবনে সা'দ)

পোষাকের বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার কামীস ছিড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে কাপড় দেই নাই? মহিলা বলিলেন, হাঁ, তবে উহা ছিড়িয়া গিয়াছে। তিনি তাহার জন্য একটি নতুন কামীস ও কিছু সূতা আনাইলেন এবং বলিলেন, যখন তুমি রুটি বানাইবে ও তরকারী রান্না করিবে তখন এই পুরাতন কাপড় পরিধান করিবে। আর যখন কাজকর্ম হইতে অবসর হও তখন এই নূতন কাপড় পরিবে। কারণ যে পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তাহার নিকট নতুন কাপড়ের কদর হয় না। (বাইহাক্বী)

খারাশাহ ইবনে হুর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এক যুবক কে গোড়ালির নীচে লুঙ্গি নামাইয়া মাটি হেঁচড়াইয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঋতুমতি? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, পুরুষের কি ঋতু হয়? তিনি বলিলেন, তবে তুমি তোমার লুঙ্গি পায়ের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছ কেন? তারপর ছুরি আনিয়া লুঙ্গির কিনারা একত্র করিয়া গোড়ালির নীচের অংশটুকু কাটিয়া দিলেন। খারাশাহ (রহঃ) বলেন, তাহার গোড়ালির পিছন দিকে সূতা ঝুলিয়া থাকার দৃশ্য যেন এখনো আমার চোখে ভাসিতেছে। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, উতবা ইবনে ফারকাদ–এর সহিত আযারবাইজানে অবস্থান কালে আমাদের নিকট হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর চিঠি আসিল। উহার বিষয়বস্তু এইরূপ ছিল।

অতঃপর, তোমরা লুঙ্গি পরিধান কর ও চাদর ব্যবহার কর, জুতা পায়ে দাও ও (চামড়ার) মোজা ছুড়িয়া মার, পায়জামা ফেলিয়া দাও ও তোমাদের পিতা ইসমাঈল (আঃ)এর পোষাক–পরিচ্ছদ অবলম্বন কর। আয়েশ–আরাম ও আজমীদের পোষাক পরিচ্ছদ হইতে দূরে থাক। রৌদ্রে অবস্থান কর, কারণ ইহা আরবদের হাম্মামখানা। মাআদ ইবনে আদনানের ন্যায় (কষ্ট সহিষ্ণু) হও, মোটা কাপড় পরিধান কর, পুরাতন কাপড় ব্যবহার কর, রেকাব কাটিয়া ফেল, (অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া আরোহন কর,) তীরন্দাজী শিক্ষা কর, দৌড়–ঝাপ কর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তারপর মধ্যমাঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, শুধুমাত্র এই পরিমাণ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। (বাইহাক্বী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের ঘর

ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন, মুআয ইবনে মুহাম্মাদ আনসারী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা খোরাসানী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বর ও মিম্বারের মাঝে এমন এক মজলিসে বসিয়াছিলেন, যাহাতে ইমরান ইবনে আবি আনাস (রহঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মজলিসে আমি আতা খোরাসানী (রহঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের হুজরাসমূহ খেজুর ডালের দেখিয়াছি। ঐ সকল হুজরার দরজায় কাল পশমের চট ঝুলানো ছিল। তারপর তাঁহাদের ঐ সকল হুজরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের ভিতর শামিল করিয়া লইবার আদেশ সম্বলিত খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের পত্র পাঠকালেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন অপেক্ষা অধিক ক্রন্দনকারী আমি আর কখনও দেখি নাই।

আতা (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ)কে সেদিন বলিতে শুনিয়াছি যে, খোদার ক্বসম, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, যদি ঐগুলিকে আপন অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইত তবে মদীনার ভবিষ্যৎ বংশধর অথবা বহিরাগত কেহ আসিয়া দেখিতে পাইত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জীবনে কিরূপ সাধারণভাবে কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও উহা লইয়া গর্ব করিবার প্রতি তাহাদের অনাসক্তি পয়দা হইত।

মুআয (রহঃ) বলেন, আতা খোরাসানী (রহঃ) যখন বর্ণনা শেষ করিলেন, তখন ইমরান ইবনে আবি আনাস (রহঃ) বলিলেন, উহার মধ্য হইতে চারটি ঘর কাঁচা ইটের ছিল, যাহার ভিতর খেজুর ডালের তৈরী ছোট ছোট হুজরা ছিল। আর পাঁচটি ঘরের দেয়াল মাটির প্রলেপ দেওয়া খেজুর ডালের ছিল। উহার ভিতর কোন ছোট হুজরা ছিল না। এই সকল ঘরের দরজায় পশমের চট ঝুলানো ছিল। আমি উক্ত পর্দা মাপিয়া দেখিয়াছি, যাহা দৈর্ঘ ও প্রস্থে তিন হাত × এক হাত হইতে সামান্য বেশী ছিল। আর তুমি যে অধিক ক্রন্দনের কথা বলিয়াছ, আমি এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের কতিপয় আওলাদ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবু উমামাহ ইবনে সাহাল ইবনে হুনাইফ এবং খারিজাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা এত কাঁদিলেন যে, চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন। সেদিন আবু উমামাহ (রাঃ) বলিলেন, হায়! ঘরগুলি না ভাঙ্গিয়া যদি রাখিয়া দেওয়া হইত তবে লোকেরা উঁচা ঘরবাড়ী বানাইত না। আর তাহারা দেখিতে পাইত যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীর জন্য কিরূপ জীবন পছন্দ করিয়াছেন, অথচ সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি তাহার হাতে ছিল।

WWW.BANGLAKITAB.COM

একাদশ অধ্যায়

ঈমান বিল গায়েব

সাহাবা (রাঃ) গায়েবের প্রতি কিরূপ দৃঢ় ঈমান রাখিতেন এবং তাঁহারা হুজুর (সঃ)এর খবরের মুকাবিলায় ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস, প্রত্যক্ষ দর্শন, অস্থায়ী বোধ-উপলব্ধি ও বস্তুগত অভিজ্ঞতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহারা যেন গায়েবকে স্বচক্ষে দেখিয়া মোশাহাদা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনকে অবিশ্বাস করিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

ঈমানের আযমাত ও মহত্ত্ব

কলেমায়ে শাহাদত পাঠকারীর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিলাম। আমাদের সহিত হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া গেলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফিরিয়া না আসাতে আমরা উদ্বিগ্ন হইলাম—কোন বিপদ ঘটিল কি-না? তন্মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম উদ্বিগ্ন হইয়া তালাশ করিতে বাহির হইলাম। বনি নাজ্জারের আনসারদের এক বাগানের নিকট পৌঁছিয়া উহার ভিতরে প্রবেশের পথ খুঁজিতে লাগিলাম। দেখিলাম বাহিরের একটি কুয়া হইতে বাগানের ভিতর একটি নালা চলিয়া গিয়াছে। আমি শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া নালা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, আবু হোরায়রা? আমি বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, কি খবর তোমার? আমি বলিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। হঠাৎ উঠিয়া আসিলেন এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত ফিরিলেন না। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম—কোন বিপদ ঘটিল কি-না! তন্মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম উদ্বিগ্ন হইয়া তালাশ করিতে বাহির হইয়াছি এবং খুঁজিতে খুঁজিতে এই বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শরীরকে শৃগালের ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া বাগানের ভিতর ঢুকিয়া আপনার খেদমতে হাযির হইয়াছি। অন্যান্যরাও আমার পিছনে আসিতেছে। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! এবং আমাকে নিজের জুতা মোবারক দিয়া বলিলেন, আমার এই জুতা লইয়া যাও এবং এই বাগানের বাহিরে এমন যাহাকে পাও, যে দিলের একীনের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দেয়, তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা এই জুতা কিসের? আমি বলিলাম, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা। তিনি আমাকে ইহা দিয়া পাঠাইয়াছেন, যেন যাহাকে দিলের একীনের সহিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দিতেছে পাই, তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দেই। হযরত ওমর

(রাঃ) আমার বুকের উপর এমন জোরে মারিলেন যে, আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, ফিরিয়া যাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। এবং ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত ওমর (রাঃ)ও আমার পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু হোরায়রা, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, আমার সহিত ওমরের দেখা হইয়াছিল। আপনি যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার বুকের উপর এমন জোরে মারিলেন যে, আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম। এবং আমাকে বলিলেন ফিরিয়া যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, তুমি কেন এমন করিলে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হউন। আপনি কি আবু হোরায়রাকে আপনার জুতা দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সে যাহাকে দিলের একীনের সহিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দিতেছে পাইবে তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর বলিলেন, আপনি এইরূপ করিবেন না। কারণ, আমার ভয় হয়, লোকেরা ইহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিবে। তাহাদিগকে আমল করিতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তাহাদিগকে আমল করিতে দাও। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

শির্ক ব্যতীত মৃত্যুবরণকারীর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা রাত্রিবেলায় আমি বাহির হইলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী হাঁটিতেছেন। তাঁহার সহিত কেহ নাই। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত কাহারো সংগ পছন্দ করিতেছেন না। সুতরাং আমি চাঁদের (আলোর) ছায়াতে হাঁটিতে লাগিলাম। তিনি ফিরিয়া আমাকে দেখিলেন এবং বলিলেন, কে? আমি বলিলাম, আবু যার। আল্লাহ পাক আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তিনি বলিলেন, হে আবু যার এইদিকে আস। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন,

www.BANGLAKITAB.com

আমি তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ধনীরাই কেয়ামতের দিন গরীব হইবে। অবশ্য সে ব্যতীত যে ডানে-বামে, আগে-পিছে দান করিয়াছে এবং উহা দ্বারা ভাল আমল করিয়াছে। তারপর আরো কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত চলিবার পর তিনি বলিলেন, এইখানে বস।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে একটি সমতল জায়গায় যেখানে আশেপাশে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি পড়িয়াছিল, বসাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসা পর্যন্ত এইখানেই বসিয়া থাকিবে। তারপর তিনি প্রস্তরময় ময়দানের দিকে এতদূর চলিয়া গেলেন যে, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতে ছিলাম না। দীর্ঘসময় পর্যন্ত তিনি ফিরিলেন না। তারপর শুনিতে পাইলাম, তিনি এই বলিতে বলিতে ফিরিতেছেন, যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে?

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, যখন তিনি আসিলেন আমি অধৈর্য হইয়া বলিলাম, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্ পাক আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন, আপনি ময়দানে কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন? আমি তো কাহাকেও আপনার কথার প্রতিউত্তর করিতে শুনিলাম না! বলিলেন, তিনি জিব্রাঈল (আঃ)। ময়দানের অপর পার্শ্বে আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, আপনার উম্মাতকে সুসংবাদ দিন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করা ব্যতীত মরিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, হে জিব্রাঈল, যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে। তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যেনা করে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। আমি আবার বলিলাম,. যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যেনা করে? তিনি বলিলেন, হাঁ, যদিও সে শরাব পান করে।

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ বার বলিলেন, যদিও আবু যার উহা পছন্দ না করে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

এক বৃদ্ধ বেদুঈনের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্‌ক্বামা ইবনে উলাসাহ্ (রাঃ) নামে একজন গ্রাম্য বৃদ্ধলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি একজন বৃদ্ধলোক, কোরআন পাক শিখিবার শক্তি নাই। কিন্তু আমি পূর্ণ এক্বীনের সহিত—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। এর শাহাদাত ও সাক্ষ্য দিতেছি। অতঃপর যখন বৃদ্ধলোকটি ফিরিয়া চলিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকটি পুরাপুরি বুঝিয়াছে। অথবা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীটি পুরাপুরি বুঝিয়াছে। (কান্‌য)

কলেমায়ে শাহাদাত পাঠকারীর জন্য দোযখ হারাম

হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এমন একটি কলেমা জানি, যদি কোন বান্দা উহা দিলের এক্বীনের সহিত পড়ে, তবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলিব উহা কি? উহা সেই এখলাসের কলেমা, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের জন্য অত্যাবশ্যক ও জরুরী করিয়া দিয়াছেন। এবং উহা সেই তাক্বওয়ার কলেমা, যাহার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় মিনতি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত। (মাজমা')

সাহাবা (রাঃ)দের জন্য একটি সুসংবাদ

হযরত আবু শাদ্দাদ (রাঃ) হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ)এর উপস্থিতিতে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন, এবং হযরত উবাদাহ্ (রাঃ) উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অপরিচিত অর্থাৎ আহ্‌লে

www.BANGLAKITAB.com

কিতাবের কেহ আছে কি? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও, এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, আল্ হামদুলিল্লাহ্! আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কলেমা দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং উহার জন্য হুকুম করিয়াছেন, উহার উপর বেহেশতের ওয়াদা করিয়াছেন, আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। তারপর আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (আহমাদ)

সুসংবাদের অপর একটি ঘটনা

হযরত রিফাআ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফর হইতে ফিরিতেছিলাম, যখন আমরা ক্বাদিদ অথবা কুদাইদে পৌঁছিলাম, তখন কিছুলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদিগকে অনুমতি দিতে লাগিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া হামদ ও সানা পড়িলেন এবং বলিলেন, লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট গাছের ঐদিক, যেইদিকে আল্লাহর রাসূল রহিয়াছেন অপর দিকের তুলনায় বেশী অপছন্দ লাগিতেছে? ইহা শুনিয়া প্রত্যেকেই কাঁদিলেন। তারপর কোন একজন অথবা এক রেওয়ায়াত মোতাবেক হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইহার পরও যে আপনার নিকট অনুমতি চাহিবে সে বেওকুফ বৈ কিছুই নহে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র হামদ করিলেন ও তাহার প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, যে কেহ সত্য মনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আমি আল্লাহ্র রাসূল, এই কথার সাক্ষ্য দিবে এবং উহার উপর কায়েম থাকিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আরও বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগার আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে বেহেশতে

দাখিল করিবেন। আমি আশা করি তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তোমরা এবং তোমাদের নেককার পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রগণ বেহেশতে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া যাইবে। (আহমাদ)

কলেমার দ্বারা মিথ্যা কসমের গুনাহ মাফ হওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, হে অমুক, তুমি এই এই কাজ করিয়াছ? সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর কসম খাইয়া বলিল, আমি করি নাই। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন, সে করিয়াছে। কয়েক বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিবার দরুন তোমার গুনাহ্ মাফ হইয়া গিয়াছে। এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার দরুন তোমার মিথ্যার গুনাহ্ মাফ হইয়া গিয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়া মিথ্যা কসম খাইল, তাহাতে তাহার গুনাহ্ মাফ হইয়া গেল। (বায্যার)

দোযখ হইতে বাহির হওয়া

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন দোযখীরা দোযখে একত্রিত হইবে তখন তাহাদের সহিত কিছু আহ্লে কেবলা—মুসলমানও থাকিবে। কাফেরগণ মুসলমানদিগকে বলিবে, তোমরা কি মুসলমান ছিলে না? তাহারা বলিবে, হাঁ। কাফেরগণ বলিবে, তোমাদের ইসলাম কি কাজে আসিল! তোমরা তো আমাদের সহিত দোযখে পড়িয়া আছ। তাহারা বলিবে, আমাদের কিছু গুনাহের দরুন আমরা ধরা পড়িয়া গিয়াছি। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া আহ্লে কেবলা—মুসলমানদের সম্পর্কে হুকুম দিবেন, তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনা হইবে। ইহা দেখিয়া কাফেরগণ বলিবে, হায়! আমরা যদি মুসলমান হইতাম! তবে আমাদিগকেও আজ বাহির করিয়া দেওয়া হইত, যেমন তাহাদিগকে বাহির করা হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের আয়াত পড়িলেন—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتَابِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাহিতেছি। আলিফ, লা–ম, রা–। এইগুলি হইতেছে পূর্ণ কিতাব এবং স্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ। (কিয়ামত দিবসে) কাফেররা বারংবার কামনা করিবে যে, কি উত্তম হইত যদি তাহারা পৃথিবীতে মুসলমান হইত।

তাবরানী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালাদের মধ্য হইতে কিছু লোক তাহাদের গুনাহের দরুন দোযখে যাইবে। লাত–ওজ্জার পূজারীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কি কাজে আসিয়াছে? তোমরা তো আমাদের সহিত দোযখে পড়িয়া রহিয়াছ। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের কথায় নারাজ হইয়া মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া নহ্‌রে হায়াতে ফেলিবেন। তাহারা আগুনের দগ্ধতা হইতে এরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে যেরূপ চন্দ্র তাহার গ্রহণ হইতে স্বচ্ছ হইয়া বাহির হয়। অতঃপর তাহারা বেহেশতে দাখেল হইবে এবং সেখানে তাহারা জাহান্নামী বলিয়া পরিচিত হইবে। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের চেহারায় কাল দাগের দরুন বেহেশতে তাহাদের নাম জাহান্নামী পড়িয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা বলিবে, হে পরওয়াদিগার, আমাদের এই নাম দূর করিয়া দিন। সুতরাং তাহাদিগকে বেহেশতের নহরে গোসল করিবার জন্য বলা হইবে। উক্ত নহরে গোসলে করিবার পর তাহাদের এই নামও মুছিয়া যাইবে। (তাবরানী)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইসলাম এমনভাবে মিটিয়া যাইবে, যেমন কাপড়ের উপরের নকশা বা ছাপ (পুরানা হওয়ার দরুন) মিটিয়া যায়। কেহ জানিবে না, রোযা কি? যাকাত কি? হজ্ব কি? এমন সময় একদা রাত্রিতে আল্লাহ্‌র কিতাব উঠাইয়া লওয়া হইবে। তখন যমীনের বুকে একটি আয়াতও অবশিষ্ট

থাকিবে না। কতিপয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাগণ বলাবলি করিবে যে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাদিগকে এই কলেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়িতে শুনিয়াছে, অতএব আমরা উহা পড়ি।

শ্রোতাদের মধ্য হইতে সিলা হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, যখন রোযা, যাকাত ও হজ্ব থাকিবে না তখন এই কলেমা তাহাদের কি কাজে আসিবে? হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাহার এই কথা শুনিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। (কোন প্রতিউত্তর করিলেন না।) সে তিনবার এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তৃতীয়বারে তিনি উত্তর দিলেন, হে সিলা! এই কলেমা তাহাদিগকে আগুন হইতে মুক্তি দিবে, তাহাদিগকে আগুন হইতে মুক্তি দিবে, তাহাদিগকে আগুন হইতে মুক্তি দিবে। (হাকেম)

কলেমা ও উহা পাঠকারীদের সম্পর্কে সাহাবাদের উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যত বেশী লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালার ইযযত ও হুরমাতের প্রতি আন্তরিক মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করে সে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে ততবেশী সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখে। (কান্‌য)

সালেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে কেহ এই সংবাদ দিল যে, আবু সাঈদ ইবনে মুনাব্বাহ একশত গোলাম আযাদ করিয়াছেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, কাহারো মাল হইতে একশত গোলাম অনেক বেশী বটে, তবে যদি বল, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিতে পারি। আর তাহা হইল এই যে, রাত্র–দিন ঈমানের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকা এবং তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে ভিজা থাকে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক যেমন তোমাদের রিযিক বন্টন করিয়াছেন, তেমন তোমাদের আখলাকও বন্টন করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক যাহাকে ভালবাসেন ও যাহাকে বাসেন না উভয়কেই মাল দান করেন। কিন্তু ঈমান একমাত্র তাহাকেই দান করেন যাহাকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তাহাকে ঈমান দান করেন। যে ব্যক্তি কৃপণতার দরুন মাল খরচ করিতে পারে না। শত্রুর

WWW.BANGLAKITAB.COM

ভয়ে জেহাদে যাইতে পারে না, রাতের এবাদতে পরিশ্রম করিতে হিম্মাত পায় না সে যেন অধিক পরিমাণে নিম্নোক্ত কলেমাগুলির যিকির করে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ

(তাবরানী)

ঈমানের মজলিস

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কোন সাহাবীর সহিত দেখা হইলে বলিতেন, আস, কিছু সময় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান তাজা করি। একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে এইরূপ কথা বলিলে সে রাগান্বিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার কথা শুনিয়াছেন কি? তিনি আপনার প্রতি ঈমানের পরিবর্তে কিছু সময়ের প্রতি ঈমানের কথা বলিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইবনে রাওয়াহার উপর রহমত বর্ষণ করুন, সে এমন মজলিস পছন্দ করিতেছে, যাহার উপর ফেরেশতাগণ গর্ববোধ করেন। (আহমদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, আস, আমরা কিছুসময় ঈমান আনয়ন করি। সে বলিল, আমরা কি মুমিন নহি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই। বরং আমরা আল্লাহ্র কথা আলোচনা করিব। ইহাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইবে। (বাইহাক্বী)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া বলিতেন, আস, আমরা কিছু সময় ঈমান আনয়ন করি। কারণ অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে উআইমের, বস, আমরা কিছু সময় (ঈমানের) আলোচনা করি। আমরা বসিয়া আলোচনা

করিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ইহাই ঈমানের মজলিস। ঈমানের উদাহরণ তোমার কোর্তার ন্যায়, এখন খুলিয়া ফেলিলে, আবার পরিধান করিলে। এখন পরিধান করিলে, আবার খুলিয়া ফেলিলে। অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল। (কান্য)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীদের মধ্য হইতে এক-দুইজনের হাত ধরিয়া বলিতেন, চল, আমরা ঈমান বর্ধন করি। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র কথা আলোচনা করিতেন। (কান্য)

আস্ওয়াদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত মুআয (রাঃ)এর সহিত হাঁটিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, বস, আমরা কিছু সময় ঈমান আনয়ন করি। (আবু নুআঈম)

ঈমান তাজা করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ঈমান নবায়ন কর। জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কিরূপে ঈমান নবায়ন করিব? তিনি বলিলেন, অধিক পরিমাণে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়।

ঈমানের মুকাবিলায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্বচক্ষে দর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত (অবিশ্বাস) করা

এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল যে, আমার ভাইয়ের দাস্ত হইতেছে। তিনি বলিলেন, তাহাকে মধু খাওয়াও। সে যাইয়া তাহাকে মধু খাওয়াইল। আবার আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাকে মধু খাওয়াইছি কিন্তু তাহার দাস্ত আরো বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, যাও, তাহাকে মধু খাওয়াও। সে তাহাকে মধু খাওয়াইল এবং পুনরায় আসিয়া আরজ করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহার দাস্ত আরো বাড়িয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

WWW.BANGLAKITAB.COM

বলিলেন, আল্লাহ্ সত্যবাদী আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। যাও, তাহাকে মধু খাওয়াও। সে যাইয়া তাহাকে মধু খাওয়াইল। এইবার সে সুস্থ হইয়া গেল। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া গলা খাঁকারি দিতেন ও থু থু ফেলিতেন যাহাতে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া কোন অপ্রত্যাশিত অবস্থার সম্মুখীন না হন।

হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা আমার ঘরে বসিয়া হাম (গুটিকাযুক্ত জ্বর) রোগের জন্য মন্ত্র দ্বারা আমার চিকিৎসা করিতেছিল। হঠাৎ তিনি আসিয়া গলা খাঁকারি দিলেন। আমি তাহাকে খাটের নীচে ঢুকাইয়া দিলাম। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে বসিলেন। এবং আমার গলায় সুতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? আমি বলিলাম, ইহা মন্ত্র পড়া সুতা। তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, আবদুল্লাহ্র পরিবারস্থ লোকদের জন্য শিরকের কোন প্রয়োজন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ঝাড়-ফুঁক, কড়ি লটকান এবং জাদু শিরক। আমি বলিলাম, আপনি এরূপ কেন বলিতেছেন! অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার চোখে ব্যথা হইতেছিল। আমি অমুক ইহুদীর নিকট আসা-যাওয়া করিলাম। সে ঝাড়-ফুঁক করিলে তাহা নিরাময় হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইহা শয়তানের কাজ। সে হাত দ্বারা চোখে খোঁচা দেয়। যখন মন্ত্র পড়ে তখন সে থামিয়া যায়। তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি সেই দোয়া পড়িবে যাহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ
شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ ঃ হে মানুষের প্রভু! রোগ নিরাময় করিয়া দিন, শেফা দান করুন। কারণ আপনিই শেফা দানকারী, আপনার শেফা ব্যতীত আর কোন শেফা নাই। এমন শেফা দান করুন যাহা কোন রোগ অবশিষ্ট না রাখে।
(তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর ঘটনা

ইকরিমা হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীর পার্শ্বে শুইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া কামরার এক পার্শ্বে তাহার বাঁদীর সহিত মিলন কার্যে রত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তাহাকে পার্শ্বে না পাইয়া উঠিলেন। এবং তাহাকে বাঁদীর সহিত মিলন কার্যে রত দেখিয়া ঘর হইতে একটি ছোরা লইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ কার্য শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। স্ত্রীর সহিত দেখা হইলে দেখিলেন, তাহার হাতে ছোরা। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? স্ত্রী উত্তর করিলেন, ব্যাপার আর কি? আমি তোমাকে যেখানে দেখিয়াছি, যদি সেখানে পাইতাম তবে এই ছোরা তোমার পিঠে বসাইয়া দিতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কোথায় দেখিয়াছ? স্ত্রী বলিলেন, তোমার বাঁদীর উপর দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে সেখানে দেখ নাই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, তবে তুমি কুরআন পড় দেখি! তিনি কুরআনের সুরে নিম্নের কবিতাগুলি পড়িলেন—

اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهٗ كَمَا لَاحَ مَشْهُوْرٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
اَتٰى بِالْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا بِهٖ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهٗ عَنْ فِرَاشِهٖ اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

অর্থ ঃ উদ্ভাসিত উজ্জ্বল সকালের ন্যায় আল্লাহ্র রাসূল আমাদের নিকট আসিয়াছেন। যিনি আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করেন। তিনি গোমরাহীর

WWW.BANGLAKITAB.COM

পর হেদায়াত আনিয়াছেন। আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঘটিবে। যখন মুশরিকগণের বিছানা তাহাদের (ঘুমের) ভারে ভারি হইয়া উঠে, তখন তাঁহার রাত্র (অধিক এবাদতের দরুন) শয্যাগ্রহণ ব্যতিরেকে কাটে।

তাহার স্ত্রী ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিলাম এবং নিজ চক্ষুকে অবিশ্বাস করিলাম। হযরত আবদুল্লাহ্ সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি তাঁহার দাঁত দেখিতে পাইলাম। (দারা কুতনী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হাবীব ইবনে আবি সাবেত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ)এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম। তিনি বলিলেন, আমরা সিফফীনের যুদ্ধে ছিলাম। এক ব্যক্তি (বিদ্রূপের সুরে) বলিল, আপনি কি ঐসকল লোকদের অবস্থা দেখিতেছেন যাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হইতেছে? হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা নিজকেই দোষযুক্ত মনে কর। কারণ, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন নিজেদের অবস্থা দেখিয়াছি। সেদিন আমরা যুদ্ধ করা সমুচিত মনে করিলে করিতে পারিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) সেদিন আসিয়া বলিলেন, আমরা হকের উপর ও তাহারা বাতিলের উপর নহে কি? আমাদের নিহত ব্যক্তি বেহেশতী ও তাহাদের নিহত ব্যক্তি দোযখী নহে কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ হীনতার পরিচয় দিয়া ফিরিয়া যাইব? আল্লাহ্ কেন আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে খাত্তাবের বেটা, আমি আল্লাহ্র রাসূল, তিনি আমাকে কখনও বিফল করিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) মনে ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। অতএব হযরত

আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, আমরা হকের উপর এবং তাহারা বাতিলের উপর নহে কি? হযরত আবু বকর (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, হে ইবনুল খাত্তাব, তিনি আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে কখনও বিফল করিবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সূরা ফাতাহ্ নাযিল হয়।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের অপর এক রেওয়ায়াতে উক্ত হাদীস ভিন্ন শব্দে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল,তোমরা আপন রায়কে ত্রুটিযুক্ত মনে কর। কারণ, আবু জান্দালের ফরিয়াদের দিন (অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন, যখন হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়া ফরিয়াদ করিয়াছিলেন।) আমি দেখিয়াছি। যদি আমার শক্তি থাকিত তবে সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করিতাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতাহ্ নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং সূরাটি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত এর অধ্যায়ে হুদাইবিয়ার সন্ধির বর্ণনায় এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ, আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ পাঠান হইতেছে? অথচ আমি তোমাদের নিকট মুসলমান হইয়া আসিয়াছি। তোমরা কি আমার দুর্দশা দেখিতে পাইতেছ না? তাঁহাকে আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমান আনার অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, আমরা হকের উপর ও আমাদের দুশমনগণ বাতিলের উপর নহে কি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে হীনতার পরিচয় দিব? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল, আমি তাঁহার নাফরমানী করিতে পারি না। তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, আপনি কি বলিয়াছিলেন না যে,

www.BANGLAKITAB.com

আমরা অতিসত্বর বাইতুল্লায় যাইব এবং তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! তবে আমি কি বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই যাইব? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে ও উহার তওয়াফ করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে আবুবকর, ইনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, আমরা হকের উপর ও আমাদের দুশমনগণ বাতিলের উপর নহে কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে হীনতার পরিচয় দিব? তিনি বলিলেন, হে ব্যক্তি! তিনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি তার রবের নাফরমানী করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। তুমি দৃঢ়ভাবে তাঁহার উটের রেকাব ধরিয়া থাক। আল্লাহ্র ক্বসম, তিনি হকের উপর আছেন। আমি বলিলাম, তিনি কি বলিয়াছিলেন না যে, আমরা বাইতুল্লায় যাইব এবং উহার তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! তবে তিনি কি বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই বৎসরই যাইবে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে এবং উহার তওয়াফ করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, পরবর্তীকালে আমি এই বাদানুবাদের কাফফারা স্বরূপ বহু আমল করিয়াছি। (বুখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

অর্থ ঃ যেন আল্লাহ্ পাক আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে, যাহা আমার নিকট ভূ-পৃষ্ঠের সকল জিনিস হইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত সকলকে পড়িয়া শুনাইলেন। সকলে বলিলেন, মোবারক ও সুখময় হউক! হে আল্লাহ্র

নবী, আল্লাহ্ পাক আপনার সহিত যাহা করিবেন তাহা বলিয়া দিয়াছেন। আমাদের সহিত কি করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার উপর পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন।

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ..... فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ ঃ (আর) যেন আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদিগকে দাখিল করে এমন বেহেশতসমূহে যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ বহিতে থাকিবে; উহাতে তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে, আর যেন তাহাদের পাপসমূহ মোচন করিয়া দেন, আর ইহা আল্লাহ্র নিকট বিরাট সফলতা।

(সূরা ফাতাহ, আয়াত ৫)(আহমাদ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়াত—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে (হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় প্রদান করিয়াছি।

হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে। সাহাবা (রাঃ)দের ওমরা আদায়ে বাধা সৃষ্টি করা হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়াতে হাদী (কুরবানীর জানোয়ার) জবাই করিলেন। সাহাবা (রাঃ) অতিশয় দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা আমার নিকট সারা দুনিয়া হইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ হইতে عَزِيزًا পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। সাহাবাগণ বলিলেন, মোবারক হউক আপনার জন্য! বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (ইবনে জারীর)

হযরত মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আনসারী (রাঃ) ঐ সকল ক্বারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা বিশেষভাবে কুরআন পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়াতে শরীক ছিলাম। হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে দেখিলাম, লোকজন তাহাদের উটগুলিকে দ্রুত হাঁকাইতেছে। ইহা দেখিয়া লোকেরা পস্পর

WWW.BANGLAKITAB.COM

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি হইয়াছে? জবাব আসিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হইয়াছে। সুতরাং আমরাও লোকদের সহিত দ্রুত অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাউল গামীমের নিকট তাঁহার উটের উপর অবস্থান করিতেছেন। লোকজন তাহার নিকট সমবেত হইলে তিনি إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ তেলাওয়াত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি বিজয়? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, সেই যাত পাকের কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ; ইহা অবশ্যই বিজয়। (আহমাদ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, তোমরা বিজয় বলিতে মক্কা বিজয় মনে কর। মক্কা বিজয় অবশ্য একটি বিজয় ছিল। কিন্তু আমরা বিজয় বলিতে হুদাইবিয়ার বাইয়াতে রিদওয়ানকে মনে করি। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা তো হুদাইবিয়ার দিনকেই বিজয় মনে করিতাম। (ইবনে জারীর)

নীল নদীর ঘটনা

কায়েস ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মিসর বিজয়ের পর মিসরবাসী হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি মিসরের আমীর ছিলেন এবং তখন আজমী বুনাহ্ মাস চলিতেছিল। তাহারা জানাইল, এই নীলনদের একটি রীতি আছে। উহা ছাড়া এই নদী প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কি? তাহারা উত্তরে বলিল যে, বুনাহ মাসের বার তারিখের পর আমরা একটি অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে খুঁজিয়া তাহার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া লইয়া আসি এবং তাহাকে যথাসম্ভব অলঙ্কারাদি ও মূল্যবান বস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেই। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, ইসলামের যুগে ইহা হইতে পারে না। ইসলাম পূর্বেকার সকল অন্যায় রীতিনীতিকে মিটাইয়া দেয়। সুতরাং, তাহারা উহা না করিয়া বুনাহ্ মাসের অপেক্ষা করিল, কিন্তু নীলনদী প্রবাহিত হইল না। অতঃপর তাহারা মিসর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

হযরত আমর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এ বিষয়ে পত্র লিখিলেন। তিনি জবাবে লিখিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ ঠিকই করিয়াছ। আমার এই পত্রের ভিতর একটি কাগজের টুকরা পাঠাইলাম, তুমি তাহা নীলনদীতে ফেলিয়া দিও। তিনি শুক্রবার দিন কাগজের টুকরাটি নদীতে ফেলিয়া দিলেন। শনিবার দিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ্ তায়ালা এক রাত্রিতেই নীলনদীতে ষোল হাত উঁচু করিয়া পানি প্রবাহিত করিয়া দিলেন এবং মিসরবাসীর সেই পুরাতন রীতিকে আজ পর্যন্তের জন্য চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। বিস্তারিত ঘটনাটি গায়েবী মদদ-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আলা (রাঃ)এর সমুদ্র অতিক্রমের ঘটনা

ছাহ্ম ইবনে মিনজাব (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর সঙ্গে এক জেহাদে গেলাম। চলিতে চলিতে আমরা 'দারীন'-এ পৌঁছিলাম। আমাদের ও দুশমনের মাঝখানে সমুদ্র ছিল। হযরত আলা' (রাঃ) বলিলেন—

يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ! إِنَّا عَبِيدُكَ وَفِي سَبِيلِكَ نُقَاتِلُ عَدُوَّكَ اللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ لَنَا إِلَيْهِمْ سَبِيلًا

অর্থ ঃ ইয়া আলীমু, ইয়া হালীমু, ইয়া আলিইউ, ইয়া আযীমু। আমরা আপনারই বান্দা, আপনার রাস্তায় আপনার দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমাদের জন্য তাহাদের নিকট পৌঁছিবার রাস্তা করিয়া দিন।

তারপর তিনি আমাদেরকে লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন, আমরাও প্রবেশ করিলাম কিন্তু আমাদের ঘোড়ার নিমদাতেও পানি লাগিল না। আমরা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দুশমনের নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, কিস্রার গভর্নর ইবনে মুকা'বির আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, খোদার কসম, আমরা ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব

www.BANGLAKITAB.com

না। এবং নৌকায় চড়িয়া সে ফারেস (পারস্য) চলিয়া গেল। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত সমুদ্র অধীন হইয়া যাওয়া সম্পর্কিত হাদীস পরে আসিতেছে। এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)–এর কাদেসিয়ার যুদ্ধে দাজলা নদী অতিক্রমের ঘটনাও পরে আসিতেছে, যাহাতে হুজ্‌র ইবনে আদি (রাঃ)–এর এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, এই সকল দুশমন পর্যন্ত পৌঁছাইতে তোমাদের সামনে এই দাজলা নদীই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে? কোন প্রাণী মরিবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালার লিখিত নির্ধারিত হুকুম আসে।

অতঃপর তিনি নিজের ঘোড়াকে পানির মধ্য দিয়া চালাইয়া দিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সকলেই চালাইয়া দিল। যখন দুশমনেরা তাহাদিগকে দেখিল তখন তাহারা 'দানব! দানব!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। (আবু নুআঈম)

হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর আগুন তাড়ান

মুয়াবিয়া ইবনে হারমাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে—তিনি বলেন, একবার মদীনার প্রস্তর ভূমির দিক হইতে আগুন বাহির হইল। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত তামীম দারী (রাঃ)–এর নিকট আসিয়া বলিলেন, 'এই আগুনকে সামলাও।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমীরুল মু'মেনীন! আমি কে? আমার কি যোগ্যতা আছে?" কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা তিনি তাঁহার সহিত উঠিলেন এবং আগুনের দিকে চলিলেন; আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। হযরত তামীম (রাঃ) আগুনকে এইভাবে হাত দ্বারা ঠেলিতে লাগিলেন। পিছু হঠিতে হঠিতে আগুন গিরিপথে ঢুকিয়া গেল, তিনিও উহার পিছনে পিছনে গিরিপথের ভিতর পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, 'যে ব্যক্তি দেখে নাই সে তাহার সমতুল্য হইতে পারে না যে দেখিয়াছে।' (আবু নুআঈম)

খন্দকের পাথরে আঘাত করিবার ঘটনা ও সুসংবাদ প্রদান

বাহরাইনের আবু সাকিনা কোন এক সাহাবী (রাঃ) হইতে বর্ণনা

করেন—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খন্দক খনন করিতে বলিলেন তখন খন্দকের মধ্যে একটি বড় পাথর দেখা দিল যাহা খনন কাজে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন ও চাদর মোবারক খন্দকের পার্শ্বে রাখিয়া কুড়াল হাতে নিলেন এবং

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥

(অর্থ ঃ তোমার পরওয়ারদেগারের কলেমা সত্য ও ইনসাফের সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কালেমাকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না, তিনি সর্বাধিক শ্রবণকারী ও জ্ঞানী) বলিয়া আঘাত করিলেন। পাথরের এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত আলো বিচ্ছুরিত হইল। হযরত সালমান (রাঃ) দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলেন। অতঃপর

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বলিয়া দ্বিতীয় বার আঘাত করিলেন। এইবারও এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং আলো বিচ্ছুরিত হইল। অতঃপর

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বলিয়া তৃতীয়বার আঘাত করিলেন। এইবার বাকী তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন। চাদর মুবারক লইয়া আসিয়া বসিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যখন আঘাত করিলেন প্রতিবারই আমি আলো দেখিতে পাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "হে সালমান, তুমি কি তাহা দেখিয়াছ?" তিনি বলিলেন, জ্বী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ যাতে পাকের ক্বসম যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যখন প্রথম আঘাত করিলাম, তখন কিসরা ও তার পার্শ্ববর্তী এবং অন্যান্য অনেক শহর আমার সামনে

www.BANGLAKITAB.com

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ঐসকল শহরের উপর বিজয় দান করেন ও তাহাদের আওলাদকে আমাদের জন্য গনীমতে পরিণত করিয়া দেন এবং আমাদের হাতে তাহাদের দেশগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেন। তিনি দোয়া করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি যখন দ্বিতীয় বার আঘাত করিলাম, তখন কায়সার ও তাহার পার্শ্ববর্তী শহরগুলি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিলাম। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে এই সকল শহরের উপর বিজয় দান করেন ও তাহাদের আওলাদকে আমাদের জন্য গনীমতে পরিণত করিয়া দেন এবং তাহাদের দেশগুলিকে আমাদের হাতে ধ্বংস করিয়া দেন। তিনি দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যখন আমি তৃতীয়বার আঘাত করিলাম তখন হাবশা ও তাহার আশেপাশের গ্রামগুলি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাবশাকে নিস্কৃতি দিও যতদিন তাহারা তোমাদিগকে নিস্কৃতি দেয় এবং তুর্কিদের নিস্কৃতি দিও যতদিন তাহারা তোমাদিগকে নিস্কৃতি দেয়। (নাসায়ী)

ইবনে জারীর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আউফ (রাঃ) হইতে এক হাদীস রেওয়ায়াত করিয়াছেন। উহাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া হযরত সালমান (রাঃ)এর হাত হইতে কুড়াল লইলেন এবং এত জোরে পাথরের উপর আঘাত করিলেন যে, উহার কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং এতবড় আলো বিচ্ছুরিত হইল যে, অন্ধকার রাত্রিতে চেরাগের ন্যায় সমস্ত মদীনা আলোকিত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ধ্বনির ন্যায় সজোরে তাকবীর দিলেন। মুসলমানগণও তাকবীর দিলেন। তারপর এমনিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত করিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) ও মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই নূরের কথা উল্লেখ করিয়া উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথম বারে আমার সামনে হীরার মহলগুলি ও

কিসরার শহরগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার উম্মত এই শহরগুলির উপর জয়লাভ করিবে। দ্বিতীয় বারে রোমের লালবর্ণের মহলগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উম্মত এই শহরগুলির উপর জয়লাভ করিবে। তৃতীয়বারে সান'আর শহরগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার উম্মত এই শহরগুলির উপর জয়লাভ করিবে। সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। মুসলমানগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন 'আলহামদুলিল্লাহ, ইহা সত্য ওয়াদা'।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন কাফেরদের সৈন্যদল দৃষ্টিগোচর হইল তখন মুমিনীনরা বলিলেন—

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

অর্থ ঃ ইহা তাহাই যাহার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল করিয়াছেন। আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল সত্য ওয়াদা করিয়াছিলেন এবং ইহা তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বর্ধিত করিয়া দিল।

মুনাফিকরা বলিল, তিনি ইয়াসরাবে (মদীনায়) বসিয়া হীরার মহল ও কিসরার শহরগুলি দর্শনের এবং তোমাদিগকে সেইগুলি জয়লাভের সংবাদ প্রদান করিতেছেন। অথচ তোমরা খন্দক খনন করিতেছ, প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। তাহাদের সম্পর্কে নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছে।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا

অর্থ ঃ যখন মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তর রোগগ্রস্ত তাহারা বলিতেছিল আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা ধোকা বৈ কিছুই নহে।

www.BANGLAKITAB.com

তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি দীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়াত করিয়াছেন যাহা গায়েবী মদদ–এর অধ্যায়ে আল্লাহর রাস্তায় খানাপিনায় বরকতের বর্ণনায় আসিতেছে। উহাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দাও, আমিই প্রথম আঘাত করিব। সুতরাং তিনি বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আঘাত করিলেন। তাহাতে পাথরের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ একটি টুকরা ভাঙ্গিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اللّٰہ اکبر قصور الروم ورب الکعبۃ

(অর্থ ঃ আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, রোমের মহলগুলি!) তারপর আবার আঘাত করিলেন। এইবারও একটুকরা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اللّٰہ اکبر قصور فارس ورب الکعبۃ

(অর্থ ঃ আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, পারস্যের মহলগুলি)। তখন মোনাফেকরা বলিল, আমরা খন্দক খনন করিতেছি আর তিনি আমাদিগকে রোম পারস্যের মহলের ওয়াদা করিতেছেন!

সাহাবাদের বিভিন্ন উক্তি

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর বিষপানে কোন ক্রিয়া না করা ও তাহার এই উক্তি যে, "কোন প্রাণী ততক্ষণ মরে না যতক্ষণ না তাহার মৃত্যুর সময় আসে।" এবং হীরাবাসী খৃষ্টান নেতা—আমর ইবনে আবদে মাসীহ এর এই উক্তি যে, "হে আরববাসী, তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা অবশ্যই অর্জন করিতে পারিবে, যতদিন তোমাদের মধ্যে এ যুগের (অর্থাৎ সাহাবাদের) একজনও অবশিষ্ট থাকিবেন। এবং হীরাবাসীদের উদ্দেশ্যে তাহার এই উক্তি যে, আমি অদ্যকার ন্যায় মনোযোগ দানের উপযুক্ত অতি পরিষ্কার কোন বিষয় আর কখনও দেখি নাই, এই সকল বিস্তারিত রেওয়ায়াত গায়েবী মদদ–এর অধ্যায়ে আসিতেছে।

'গায়েবী মদদ ও নুসরাত'–এর বর্ণনায় হযরত সাবেত ইবনে আক্বরাম (রাঃ)এর উক্তি আসিতেছে। তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি মনে হয় শত্রুসংখ্যা অনেক বেশী দেখিতেছ। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি বলিলাম, জ্বী হাঁ।' তিনি বলিলেন, 'তুমি বদরের যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলে না? আমরা সংখ্যাধিক্যের দ্বারা কখনো জয়লাভ করি না।' হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর উক্তিও আসিতেছে, যখন কেহ বলিল, রোমীয়রা সংখ্যায় কত বেশী আর মুসলমানগণ সংখ্যায় কত কম! তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, রোমীয়রা কত কম, মুসলমানগণ কত বেশী! লোকসংখ্যা দ্বারা নহে বরং আল্লাহ্র নুসরাত ও জয়লাভের দ্বারাই সৈন্যসংখ্যার আধিক্য প্রমাণিত হয় এবং পরাজয় ও গ্লানির দ্বারাই সৈন্যসংখ্যা কম বলিয়া প্রমাণিত হয়। খোদার কসম, আমার মনে এরূপ আগ্রহ জাগে যে, আমি আমার গদিবিহীন আশকার ঘোড়ায় আরোহন করি আর শত্রুসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)এর নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি সম্পর্কিত বর্ণনাও সামনে আসিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আম্মা বা'দ, তোমার চিঠি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তুমি তাহাতে রোমীয়দের অধিক পরিমাণে সৈন্য সমাবেশের কথা লিখিয়াছ। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদেরকে কখনো অধিক অস্ত্রশস্ত্র ও অধিক সৈন্যসংখ্যার দ্বারা সাহায্য করেন নাই, বরং আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জেহাদে যাইতাম, অথচ আমাদের নিকট দুইটাই ঘোড়া থাকিত অথবা একই উটের উপর পালাক্রমে চড়িয়া চলিতাম। ওহদের যুদ্ধে আমাদের নিকট শুধু একটাই ঘোড়া ছিল, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আরোহন করিতেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন ও বিজয় দান করিয়াছেন।'

হযরত উসামা (রাঃ)এর লশকর পরিচালনায় হযরত আবু বকর (রাঃ) কি করিয়াছিলেন তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যখন চারিদিক হইতে সমস্ত আরব ভাঙ্গিয়া পড়িল। গোটা আরব জাহান দ্বীন ইসলামকে ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গেল। মুনাফিকরা আত্মপ্রকাশ করিতে শুরু করিল এবং ইহুদী

www.BANGLAKITAB.com

ও খৃষ্টানরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আর মুসলমানরা একদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারাইয়াছে অপরদিকে তাহারা সংখ্যায় কম ও শত্রুসংখ্যা বেশী হওয়াতে তাহাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া পড়িল, যেমন শীতের রাত্রিতে বৃষ্টিভেজা বকরীর পালের হইয়া থাকে। সকলেই পরামর্শ দিলেন, হযরত উসামার (রাঃ) লশকরকে না পাঠানো হউক। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি সবার অপেক্ষা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন, বলিলেন, "আমি সেই লশকরকে আটকাইব যাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়াছেন! তবে ইহা অনেক বড় কাজের উপর আমার দুঃসাহসিকতা হইবে। সেই যাতে পাকের ক্বসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লশকরকে রওয়ানা করিয়াছেন উহাকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে গোটা আরব আমার উপর আক্রমণ করিয়া বসে, ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়। হে উসামা, তুমি তোমার লশকরকে লইয়া সেই দিকে রওয়ানা হইয়া যাও যেইদিকে তোমাকে হুকুম করা হইয়াছে। এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতা ও ফিলিস্তিনের দিকে যেখানে জেহাদ করিতে হুকুম করিয়াছেন সেইখানে যাইয়া জেহাদ কর। তুমি যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছ তাহাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।

পূর্বে মুতার যুদ্ধের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর এই উক্তি উল্লেখিত হইয়াছে যে, যখন দুই লক্ষ শত্রু সৈন্য একত্র হইল তখন তিনি বলিলেন, হে আমার কাওম! তোমরা যাহাকে এখন ভয় করিতেছ সেই শাহাদাতের অন্বেষণেই তো তোমরা বাহির হইয়াছিলে। আমরা অস্ত্রসম্ভার অথবা শক্তি ও সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করি না। আমরা সেই দ্বীন-ঈমানের খাতিরে যুদ্ধ করি যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। চল, দুই লাভের একটা অনিবার্য। হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত। সবাই বলিল, খোদার ক্বসম, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সত্য কথাই বলিয়াছেন।

উল্লেখিত বিষয়ের উপর সাহাবাদের এই ধরনের বহু ঘটনা এই কিতাবে, হাদীসে এবং সীরাত ও মাগাজীর কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা বেশী লিখিয়া কিতাবকে দীর্ঘ করিতে চাহিনা।

ঈমানের হাক্বীক্বাত ও পূর্ণতা

হারেস ইবনে মালেক (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাইয়া দেখিলেন, হযরত হারেস ইবনে মালেক (রাঃ) শুইয়া আছেন। তিনি তাহাকে পা দ্বারা হরকত দিলেন এবং বলিলেন, "মাথা উঠাও!" তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হারেস ইবনে মালেক, কিরূপে সকাল করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!সত্যিকার মুমিন রূপে আমার সকাল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক কথার তাৎপর্য থাকে, তোমার এই কথার তাৎপর্য কি? তিনি বলিলেন, আমি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, সারাদিন রোযা রাখিয়াছি, সারারাত্রি জাগিয়াছি। আমার অবস্থা এমন, যেন আমি আমার পরওয়াদিগারের আরশ দেখিতেছি এবং বেহেশতীদেরকে যেন দেখিতেছি, তাহারা কিরূপ আনন্দের সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেছেন, আর দোযখীদেরকে যেন দেখিতেছি তাহারা কিরূপ চীৎকার করিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি এমন ব্যক্তি যাহার অন্তরকে আল্লাহ্ তায়ালা নূরান্বিত করিয়া দিয়াছেন। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, অতএব ইহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। (ইবনে আসাকির)

আসকারী হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে সাহাবীর নাম হারেসাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং আরও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বাসীরাত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছ, মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। তারপর বলিলেন, তুমি এমন বান্দা যাহার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দ্বারা নূরান্বিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য শাহাদাতের দোয়া করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সুতরাং একদিন যখন ঘোষণা হইল, হে আল্লাহর ঘোড় সওয়ারগণ, সওয়ার হও। তখন দেখা গেল, ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়সওয়ার ছিলেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম

www.BANGLAKITAB.com

ঘোড়সওয়ার যিনি শহীদ হইলেন। (মুনতাখাবে কান্য)

ইবনে নাজ্জার ও হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও উক্ত হাদীস রেওয়ায়াত করা হইয়াছে, তবে উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন, সম্মুখে একজন আনসারী যুবকের সহিত দেখা হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কিরূপে সকাল করিয়াছ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি সত্যিকার ঈমান লইয়া সকাল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি বলিতেছ, ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক কথার মর্মার্থ থাকে, তোমার কথার মর্মার্থ কি? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাকি অংশটুকু উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (মুনতাখাব)

হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলেন। তিনি বলিলেন, 'হে মুআয, তুমি কিরূপে সকাল করিয়াছ?' হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, 'আমি মুমিন অবস্থায় সকাল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক কথার অর্থ থাকে এবং প্রত্যেক হক্কের হাকীকত থাকে। তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, আমি সর্বদাই সকালে মনে করি বিকাল পর্যন্ত বাঁচিব না এবং বিকালে মনে করি সকাল পর্যন্ত বাঁচিব না। প্রতি কদমেই মনে করি দ্বিতীয় কদম উঠাইবার সময় বুঝি পাইব না। আর আমি যেন দেখিতেছি, (কেয়ামতের ময়দানে) সমস্ত উম্মাত হাঁটু গাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছে, আর তাহারা দুনিয়াতে যে সকল মূর্তির পূঁজা ও এবাদত করিয়াছে ঐসকল মূর্তিসহ তাহাদিগকে আমলনামার দিকে ডাকা হইতেছে। আর আমি যেন দোযখীদের শাস্তি ও বেহেশতীদের পুরস্কার দেখিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাক।' (আবু নুআঈম)

হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা

দাওয়াতের অধ্যায়ে হযরত সুওয়াইদ ইবনে হারেস (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আমার কাওমের সাত জনের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সহিত কথা বলিলাম, তিনি আমাদের অবস্থা ও পোশাকাদি দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা কাহারা?' আমরা বলিলাম, 'আমরা মুমেনীন।' তিনি বলিলেন, প্রত্যেক কথার তাৎপর্য থাকে। তোমাদের কথা ও ঈমানের তাৎপর্য কি? হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, পনেরটি আদত বা অভ্যাস। তন্মধ্যে পাঁচটি—যাহার প্রতি আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ আমাদিগকে ঈমান আনিতে আদেশ করিয়াছেন। পাঁচটি আমল—যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর পাঁচটি আখলাক বা চারিত্রিক বিষয়—যাহা জাহেলিয়াতের যুগ হইতে আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, এবং আমরা এখনো উহার উপর অবিচল আছি। অবশ্য তন্মধ্যে যদি কোনটা আপনি অপছন্দ করেন তবে উহা পরিত্যাগ করিব। অতঃপর উক্ত হাদীসে এক এক করিয়া আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও ভাল-মন্দ তাক্বদীরের উপর ঈমান স্থাপন এবং ইসলামের (পাঁচ) রোকন ও (পাঁচটি) ভাল আখলাকের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

এক মোনাফেকের তওবার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম। এমন সময় বনু হারেসার হযরত হারমালা ইবনে যায়েদ (রাঃ) আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন এবং বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান এইখানে, এবং হাত দ্বারা জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। আর নেফাক্ব এইখানে এবং হাত দ্বারা বুকের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। আল্লাহর জিকির খুব কম করা হয়।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি আবার বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার

www.BANGLAKITAB.com

জিহ্বার পার্শ্ব ধরিয়া বলিলেন, 'আয় আল্লাহ! তাহাকে সত্যবাদী জিহ্বা ও শোকরগুজার দিল্ দান কর। তাহার অন্তরে আমার এবং যে আমাকে ভালবাসে তাহার মহব্বত দান কর। এবং তাহার সকল কাজকে ভাল করিয়া দাও।' হযরত হারমালা (রাঃ) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আরও মোনাফেক সঙ্গী আছে, যাহাদের আমি সরদার ছিলাম। তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিব কি?' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে (স্বেচ্ছায়) আমাদের নিকট আসিবে আমরা তাহার জন্য ইস্তেগ্‌ফার করিব, যেমন তোমার জন্য করিয়াছি। এবং যে না আসিবে তাহার জন্য আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট। (আবু নুআঈম)

আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের প্রতি ঈমান

অধিক পরিমাণে সূরা এখলাস পাঠ করার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এক জামাতের আমীর করিয়া পাঠাইলেন। তিনি নিজের সাথীদের নামায পড়াইতেন। এবং প্রত্যেক নামায কুলহুআল্লা শরীফ দ্বারা শেষ করিতেন। তাহারা ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমন করিত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, যেহেতু এই সূরায় রহমানের অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে সেইজন্য আমি এই সূরা পড়িতে ভালবাসি।রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে ভালবাসেন। (বাইহাক্বী)

এক ইহুদী আলেমের ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ইহুদি আলেম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া মুহাম্মাদ, অথবা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আসমানকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত জমীনকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত পাহাড় ও গাছপালা এক আঙ্গুলে,

সমস্ত পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে ও বাকি সমস্ত মাখলুক এক আঙ্গুলে লইয়া নাড়াইবেন এবং বলিবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথার সত্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার দাঁত মুবারক দেখা গেল। অতঃপর কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াত পড়িলেন—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ ঃ তাহারা আল্লাহ তায়ালার যেমন কদর করার ছিল তেমন কদর করিল না অথচ তাঁহার মর্যাদা এত বড় যে, কেয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তাহার হাতের মুঠায় থাকিবে। (বাইহাক্বী)

কেয়ামতের দিন সম্পর্কে হাদীস

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কাফেরদিগকে কেয়ামতের দিন তাহাদের চেহারার উপর উল্টা করিয়া কিরূপে উঠানো হইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই যাত দুনিয়াতে তাহাদেরকে পায়ের উপর (সোজা করিয়া) চালাইয়াছেন তিনি কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে উল্টা করিয়া চালাইবারও ক্ষমতা রাখেন। (বাইহাক্বী)

হোযাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে গিফার গোত্র! কথা বল, কিন্তু কসম খাইও না। সাদেকে মাসদুক অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, লোকদিগকে (কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) তিন দলে বিভক্ত করিয়া একত্রিত করা হইবে। একদল সওয়ার হইয়া খাইয়া পরিয়া চলিবে। একদল পায়ে হাঁটিয়া, দৌড়াইয়া চলিবে। একদলকে ফেরেশতাগণ তাহাদের চেহারার উপর উল্টা করিয়া টানিতে থাকিবে ও জাহান্নামের নিকট একত্রিত করিবে। কেহ বলিলেন, দুই দলকে তো চিনিলাম, কিন্তু যাহারা পায়ে হাঁটিয়া, দৌড়াইয়া চলিবে তাহাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামত যখন অতি সন্নিকটে হইবে তখন আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com